



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 5 Issue • 5 January, 2022, Wednesday • ২০ পৌষ, ১৪২৮, বুধবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

আশীর্বাণীতে মোদিপ্লাবিত আগরতলা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের আত্মিক প্রচেষ্টা এবং সচিবালয় ফলেই আইনি জটিলতা কাটিয়ে রাজ্যের দেড় লক্ষাধিক মানুষ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায ঘরের সুফল পাচ্ছেন। বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তা সূনিশ্চিতকরণে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা। মঙ্গলবার স্বামী

বিবেকানন্দ ময়দানে জনসমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সার্বিক সাফল্যের নিরিখে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন সমন্বিত টার্মিনাল ভবন, মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় ও মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে



প্রধানমন্ত্রী বলেন, সর্বশেষ নিয়মানুসারে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অন্তর্গত যাদের টিনের চালের ঘর ছিল, তারা সেই তালিকায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ ছিলো না। কিন্তু কাঁচা ঘরে টিনের চাল থাকার কারণে, ঘরের অন্যান্য অংশ নড়বড়ে বা ভালো না হওয়ার পরেও ত্রিপুরার বহু পরিবার এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। বিগত সরকারের এক্ষেত্রে আন্তরিকতার

ঘাটতি ছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরই এই সমস্যা অনুধাবন করে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের নজরে বিষয়টি এনে, এর স্থায়ী সুবাহার আশ্রয় চেষ্টা চালান। মুখ্যমন্ত্রীর দফায় দফায় প্রচেষ্টার ফলে, সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে, টিনের চাল থাকা কাঁচা ঘরের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়মাবলি শীতলীকরণ করা হয়। যার

ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরায় দেড় লক্ষের অধিক মানুষ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায ঘরের সুফল পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর সম্পূর্ণ কৃতিত্বটাই এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি বলেন, সমগ্র পূর্বাঞ্চলের গেটওয়ে হিসেবে ত্রিপুরা যাতে আত্মপ্রকাশ করে সেই লক্ষ্যে ত্রিপুরায় দারুণ কাজ হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক করে তোলার জন্য এখন যে কাজ হচ্ছে আগে তা হয়নি।

রেল, সড়কের সঙ্গে যুক্ত একাধিক প্রকল্প নিয়ে কাজ হচ্ছে। আগরতলা - আখাউড়া রেললাইনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের উন্নয়ন কর্মসূচিতেও সন্তোষ ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গরিবের মাথার উপর ছাদ, সবার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ সহ সমস্ত সুবিধা সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পের



সুবিধাভোগীরা তাদের সম্ভ্রান্তির কথা অকপটে উল্লেখ করেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় জায়গাতেই যখন উন্নয়নমুখী সরকার থাকে তখন উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত হয়। এক্ষেত্রে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কোনও বিকল্প নেই। ডাবল ইঞ্জিন মানে সেবা, সমৃদ্ধি, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তিনি বলেন, আমি ত্রিপুরার মানুষকে হীরা মডেলের আহ্বান করেছিলাম। আজ হীরা

মডেলের মাধ্যমে ত্রিপুরা তার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর সমগ্র পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিমানবন্দরে যাত্রীরা নেমেই ত্রিপুরার শিল্প, সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিচিত হবেন। রাজ্যের অপরূপ প্রাকৃতিক ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

মোদি মেমোরির



ডানে বা

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিমান রাজ্যের মাটি ছুঁয়েছে। ধীরে ধীরে তিনি নিচে নামলেন। প্রধানমন্ত্রী নেমেই করজোড়ে রাজ্যের রাজা গাল, মুখ্যমন্ত্রীকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন। সবশেষে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীতু দেববর্মণের হাতজোড় করা প্রণামকে নিজেও প্রণামে অভিনন্দন জানালেন। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তারপর নিজের বাঁ হাতে যীতুবাবুর ডান হাতের কাঁধ বরাবরই চেপে ধরলেন। কি বললেন, কে জানে!

একঘেয়ে

মঞ্চ অভিযাত্রী বসে আছেন। গুনে গুনে ১৮ জন। দু'জন শীর্ষ নিরাপত্তা বলয়ের উচ্চ আধিকারিক। অতিথিদের সামনে বাহারি ফুলের নকশা। কিন্তু একঘেয়ে ডিজাইন। গেরুয়া আর সাদা রঙের কাপড়ে মার খেল গেরুয়া রঙের গাঁদা ফুলের মালা। বড় সিলের রঙে পেরঁচানো গাঁদা ফুলের নকশাও মধ্যটিকে আরও সুন্দর দেখাতে দিল না।

দুই ঘড়ি

অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাডিত্য সিঙ্ঘিয়া মঞ্চ ভাষণ রাখছেন। পরনে সাপা পাঞ্জাবি। গলায় রাজ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত রিসা। কিন্তু নজর কাড়ানো উনার দুই হাতে দুই ঘড়ি। ডান হাতে কালো রঙের রিস্টব্যান্ড ওয়াচ। সাদে একটি বালা, একটি লাল সুতো এবং একটি হলুদ রঙের প্লাস্টিক ব্যান্ড। বাঁ-হাতে চেনওয়ালা একটি ঘড়ি। ডান হাতের আব্দুল আউটিবহীন। বা-হাতে একটি সোনার আংটি।

বাসে সাইকেল!

একটি সাইকেল বাসগাড়িতে তুলছে দুই টিএসআর জওয়ান। মঙ্গলবার দুপুরে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের অনতিদূরে এই চিত্রটি বেখাপ্পা লাগলেও, তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেছেন সকলে। পুলিশের সন্দেহ, চাকরি না পাওয়া টিএসআর প্রত্যাশীরা যেকোনও সময় আন্তাবলমুখী হতে পারেন। সেই সন্দেহে বাসগাড়িতে চাকরিপ্রার্থী শুধু নয়, তাদের সাইকেলও বাসে তুলে নিয়েছে টিএসআর জওয়ানরা।

দু'জনের নীল জ্যাকেট

মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে শাসক দলের কর্মীরা অনেকেই হাতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি নিয়ে এসেছেন। প্রত্যেকটি ছবি দেখতে একেইরকম। মোদি সাধারণের মুখ এবং উনার পরনে নীল রঙের 'মোদি' জ্যাকেট। সাপা চাপ দাঁড়িতে জ্যাকেটটি ছবিতে বেশ মানিয়েছে। আবার মাঠে এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাধা পাঞ্জাবির সঙ্গে যে জ্যাকেটটি পরে গেছেন, তার রংও নীল।

খালি-গা

শীতের দুপুর। মাঠে যতজন কর্মী এদিন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনেতে গেছেন বা কাছ থেকে উনাকে দেখতে গেছেন, তাদের সকলেরই শীতবস্ত্র পরনে ছিল। মঞ্চ অভিযাত্রী যারা ছিলেন, উনারাও সকলে শীতবস্ত্র পরেই এসেছেন। একজন কর্মী তার মধ্যে খালি গায়েই অঙ্গসজ্জা করে মাঠে আসেন। গায়ে সবুজ আর গেরুয়া রং। কপালে সাদা রঙে লেখা— বিজেপি। বুকে লেখা— জয় শ্রীরাম। চোখে কালো সানগ্লাস।

হনুমানের জুতো

মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে শহরের নানা প্রান্ত থেকে বহু মিছিল এসে যোগ হয়েছে। আনকণ্ডুলো মিছিলেই আয়োজকেরা বাহারি রূপ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। একটি মিছিলে হনুমান সেজে আছেন এক কর্মী। ডান হাতে ধনুক, বা হাতে প্লাস্টিকের গদা। পায়ে সাদা মোজা এবং গেরুয়া রংয়ের জুতো। হনুমানের পায়ে জুতো!

মাস্ক বিহীনদের নেতৃত্বে রাজীব, টিকু



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। রাজা বিধানসভার বিধায়কেরা পেছনের সারিতে বসে আছেন। সামনের

সারিতে তিন হেভিওয়েট নেতা। তিনজনের মধ্যে দু'জনই নানা সময় আইন ভঙ্গ করায় দারুণ চেষ্টা। একজন জনাব রাজীব ভট্টাচার্য!

আরেকজন জনাব টিকু রায়! গত ৮ সেপ্টেম্বর প্রতিবাদী কলম এবং পিবি২৪-এর উপর শাসক দলের যে মিছিল থেকে ভয়াবহ আক্রমণ ঘটছিল, সেই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন এই দু'জন। নিয়মকে তোয়াক্কা করা এনাদের স্বভাব। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশের মাঠেও এনারা তাই করলেন। সরকারি নিয়ম উল্লঙ্ঘন করলেন। প্রশাসন ইতিমধ্যেই নির্দেশ জারি করেছে যে, মুখে মাস্ক না থাকলে ২০০ টাকা করে জরিমানা রাখা হবে। গত ৩১ ডিসেম্বর থেকে নিয়মটি রাজ্যে কার্যকর হয়ে গেছে। মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

হোটেলে বেলেল্লাপনায় ছাত্রছাত্রীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। কলেজে পড়লেই বেলেল্লাপনায় মেতে থাকতে হবে এর কোনও যৌক্তিকতা নেই। কলেজে পড়লেই কলেজের ইউনিফর্ম পরে সহপাঠী আর সহপাঠিনী হোটেলে গিয়ে কোমর দুলিয়ে নাচবে, নানা অঙ্গভঙ্গিতে মেতে উঠবে, আবার



নিজেই ডিডিও করে তা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে, এর নাম যদি উচ্চশিক্ষা হয় তবে এই শিক্ষার গুণগতমান কোন জয়গায় গিয়ে চেকছে তা নিয়ে

শঙ্ক থাকবেই। স্কুলের গতি শহরের কোনও রেষ্টোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে নেশা করতে

হবে — এই যদি আধুনিকতা হয় তাহলে সেই আধুনিকতা যুবক/যুবতিদের বিম্রান্ত করছে বৈকি! সম্প্রতি শহর দক্ষিণাঞ্চলের একটি কলেজের ছাত্রদের একটি গ্রুপ থেকে একটি ৩০ সেকেন্ডের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, শহর দক্ষিণাঞ্চলের একটি কলেজের ইউনিফর্ম পরিহিত জোড়ায় জোড়ায় ছাত্রছাত্রীরা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ফেলে একেবারে হিন্দি সিনেমার কায়দায় নানা ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

ভিটি বণ্টন!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ৪ জানুয়ারি।। তীর্থমুখের মকর সংক্রান্তি মেলায় মদ, গাঁজা, তির জুয়া তো জলভাতই। চলে আরও নানা বাটপাড়ি ব্যবসা। ধর্মপ্রাণ মানুষ জেনেবুঝেই এর শিকার হন আর ঠকেন। কিন্তু এবারের মেলায় দোকান ভিটি বণ্টন নিয়ে তীব্র অনিয়মের অভিযোগ আগে থেকেই দানা বাঁধতে শুরু করেছে। গত বছরও এই চক্রটিই পেছনের দরজা দিয়ে দোকান ভিটি বণ্টন করে কয়েক লক্ষ টাকা কমিয়েছিলো। পুলিশকে বগলদাবা করে এরাই বসিয়ে দিয়েছিলো জুয়া ঠেক। তীর্থমুখের মেলা উপলক্ষ্যে এই চক্রটি এবারও সক্রিয়। আগামী ৬ জানুয়ারি থেকে দোকান ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই শহর থেকে ঘরে ফিরলেন মানুষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। নির্বাচনের সময়ে প্রধানমন্ত্রী যখন আসে রাজ্যে তখন ইচ্ছে থাকলেও দলগত সভায় যেতে চান না ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী মানুষেরা। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন আসেন সরকারি কাজে তখন দলমত নির্বিশেষে মানুষের আকাঙ্ক্ষা জাগে এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাবান পুরুষকে একটু কাছে গিয়ে দেখার। অন্তত চোখের দৃশ্যমানতা যতদূর যায় সেখান থেকেও যদি দেখা যায়। আর সে কারণেই নির্বাচনের সময়েও মঙ্গলবার আগরতলায় প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে ছিলো উপচে পড়া ভিড়।

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

পারুল প্রকাশনী

9774414298

53 Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road, Agartala 799001

সত্যবাহাদী 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন!

শুধু গেরুয়া দর্শনে বিশ্বাসী মানুষেরাই যে সেই ভিড়ে পা মিলিয়েছিলেন, তা কিন্তু নয়। এই ভিড়ে ছিলেন বহু বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষেরাও। ছিলেন গান্ধিবাদে বিশ্বাসে মানুষের দলও। যারা যার যার মতো করে নিজস্ব ভাবনায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সভায়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই বলা ভালো যারা একটু দুপুরের দিকে এসেছেন তারা সকলেই বিফল মনোরথে আবার বাড়ির পথ ধরেছেন। কারণ, ততক্ষণে বিবেকানন্দ ময়দানে তিলধারণেরও জায়গা নেই। জায়গা নেই আকাশবাণী ভবনের সম্মুখভাগ এবং উত্তর গেট, বৌদ্ধ মন্দির সড়কও। অনেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। কারণ, বহু দূর দূরান্ত থেকে ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর প্রচারসজ্জা

হেরে গেল রেবতীর লারেলান্ধা গানের প্রচারে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। শুধুমাত্র সাউন্ড আর লাইট-এর জন্যই আমবাসায় সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা আয়োজিত সাম্প্রতিককালের একটি অনুষ্ঠানে খরচ গেছে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। গত ২৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর মুম্বাই থেকে হিন্দি লারে লাগা গান গাওয়ানোর জন্য যে শিল্পীদের আনা হয়েছিল, তাদেরকে দিতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। মঞ্চসজ্জায় গেছে ৭ থেকে ৮ লক্ষ। অন্য সমস্ত আনুসঙ্গিক খরচ তো রয়েছেই। শহরের এক সাউন্ড অপারেটরদের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ টাকার অনুষ্ঠানটিতে শুধু শহর জুড়ে প্রচার সজ্জায় খরচ হয়েছে বহু লক্ষ টাকা। মঙ্গলবার দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন রাজ্যে, তখন আমবাসায় যে অনুষ্ঠানটি থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকেও রেগে উঠে এসেছিলেন, সেটি পুনরায় বামেলা সৃষ্টি করলো। অনুষ্ঠানটির বাহারি প্রচার এখনও শহরের প্রতিটি চৌমুহনিত। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শাসক দলের কর্মীরা এসে শহরের প্রতিটি কোণে আমবাসার ওই অনুষ্ঠানের হোডিং দেখে রীতিমত তাজ্জব। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে এদিন যখন না সরকারি প্রচারসজ্জা লেগেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক প্রচারসজ্জা শহরের এক সাউন্ড অপারেটর দ্বারা লাগানো আমবাসার অনুষ্ঠানটির প্রচারসজ্জা। শহরজুড়ে



এখনও জ্বল জ্বল করছে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'র ইয়া বড় বড় হোডিং, ফ্ল্যাক্স। বহু জায়গায় লেগেছিল ব্যানারও। গত ২৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর ধলাই জেলার আমবাসার দশমীঘাট মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এক সুবিশাল লারে লাগা অনুষ্ঠান। দেশের ৭৫



বছরের স্বাধীনতার নাম করে হিন্দি সিনেমার গানে হাজার হাজার যুবরা ওই দু'দিন নেচে আনন্দ উপভোগ করেছেন অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর সাতদিন পেরিয়ে গেলেও রাজ্যের পূর্ব ত্রিপুরার সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরার ছবি সহ শহরের কয়েক ডজন জায়গায়

সাদা হোডিং আর ফ্ল্যাক্সের হড়াছড়ি। মঙ্গলবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্য সফরে এসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ছবি সহ গত দু'দিন ধরে শহরের বহু জায়গায় উনাকে স্বাগত জানিয়ে নানা হোডিং এবং ফ্ল্যাক্স লাগানো হয়েছে। রেবতী মোহন ত্রিপুরার ব্যক্তিগত উদ্যোগে আয়োজিত 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' অনুষ্ঠানটিকে নিয়ে যে হোডিং এখনও শহর জুড়ে রয়েছে, তার প্রত্যেকটিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নন্ডার ছবি। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ যারা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এসে জড়ো হয়েছেন, উনারদের অনেকেই রেবতীবাবুর আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনী প্রচার দেখে ভিন্নরমি খেয়ে উঠেছেন। অনেকেইও গুলিয়ে গেছে, প্রধানমন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করে শহর জুড়ে এত হোডিং এখনও কেন রয় গেলে? কেন্দ্রীয় ডিটি প্রতিষ্ঠান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে অনুষ্ঠানটি আমবাসায় আয়োজিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ছবি এবং নাম ব্যবহার করে যে বিজ্ঞাপনী প্রচার এখনও শহর জুড়ে শোভা পাচ্ছে, তা প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গলবারের সফরের আগেই কেন সরানো হলো না, এনিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। সম্প্রতি আগরতলা ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

সবার বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় জায়গাতেই যখন উন্নয়নমুখী সরকার থাকে তখন উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত হয়। এক্ষেত্রে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কোনও বিকল্প নেই। ডাবল ইঞ্জিন মানে সেবা, সমৃদ্ধি, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন সমন্বিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন এবং মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় ও মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একথা বলেন। তিনি বলেন, বছরের শুরুতেই ত্রিপুরার জনগণ মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদ হিসেবে তিনটি বড় বিষয় উপহার হিসেবে পেয়েছেন। একুশ শতকের ভারত সবাইকে সাথে নিয়ে সবার বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমগ্র দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, অথচ কিছু রাজ্য পিছিয়ে থাকবে এটা বোমানান। এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানানসই নয়। ত্রিপুরার মানুষ কয়েক দশক ধরে এই চিন্তাই দেখেছেন। ত্রিপুরার উন্নয়ন নিয়ে এক সময়ে পূর্বতন



সরকারগুলির কোনও চিন্তাভাবনা ছিলো না। গরিবি ও অনুন্নয়ন ত্রিপুরার নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিলো। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই আমি ত্রিপুরার মানুষকে হীরা মডেলের জন্য ডাক দিয়েছিলো। আজ হীরা মডেলের মাধ্যমে ত্রিপুরা তার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছে। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর সমগ্র পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রদায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিমানবন্দরে যাত্রীরা নেমেই ত্রিপুরার শিল্প, সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিচিত হবেন। রাজ্যের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে একটা ধারণা তারা বিমান থেকে নেমেই পেয়ে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমগ্র পূর্বাঞ্চলের গেটওয়ে হিসেবে ত্রিপুরা যাতে আত্মপ্রকাশ করে সেই লক্ষ্যে ত্রিপুরায় দারুণ কাজ হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক করে তোলার জন্য এখন যে কাজ হচ্ছে আগে তা কখনও হয়নি। রেল, সড়কের সঙ্গে যুক্ত একাধিক প্রকল্প নিয়ে কাজ হচ্ছে।

হয়েছেন। এই নিয়মাবলী পরিবর্তনের ফলেই ১ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি মানুষ পাকা ঘর পাচ্ছেন। দেড় লক্ষের বেশি পরিবারের আকাউন্টে এই যোজনার কিস্তির টাকা সম্ভ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদি আরও বলেন, একুশ শতকের ভারতকে আরও আধুনিক করে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতি চালু করা হচ্ছে। করোনা অতিমারী সর্বের দক্ষ্য যাতে শিক্ষার্থীদের বিশেষ ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের জন্য কোভিডের টিকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। টিকা নেওয়া থাকলে তারা আত্মবিশ্বাস নিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী কোভিডের টিকাকারের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দারুণ কাজ করেছে বলে রাজ্য সরকারের ভূমসী প্রশংসা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণের ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা সফলতা দেখাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রাম ও শহর উভয় অংশের বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে।

রাজ্যের বর্ষাজাত সামগ্রীর প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সমস্ত সামগ্রীর জন্য দেশে বড় বড় বাজার গড়ে উঠছে। অর্গানিক ফার্মিং নিয়েও ত্রিপুরায় দারুণ কাজ হচ্ছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের উৎপাদিত আদা, হলুদ, মরিচের জন্যও বাজার গড়ে তোলা হচ্ছে। আগরতলা থেকে দিল্লিতে অনেক কম ভাড়ায় জিনিস পৌঁছে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাপ রাখার যে উদ্যোগ ত্রিপুরা নিয়েছে তা বজায় রাখতে হবে। আরও অনেক উৎসাহ নিয়ে আমরা কাজে বাঁপিয়ে পড়বো।



বিবেকানন্দ ময়দানে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের বিরাট পুঁজি। আপনাদের ভালোবাসা ডাবল ইঞ্জিনের মাধ্যমে, ডাবল বিকাশের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দের বলেন, ২০১৮ সালে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের পর রাজ্যের মানুষের মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে রাজ্যের মানুষ আত্মনির্ভর ও স্বাভিমাত্রী হয়েছেন। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প যেমন প্রধানমন্ত্রী মাঙ্গবন্দনা যোজনা, জলজীবন মিশন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, সৌভাগ্য যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা ইত্যাদির মাধ্যমে রাজ্যের মানুষ নতুন দিশা পেয়েছেন। বর্তমানে রাজ্যের প্রান্তিক এলাকার মানুষও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল পাচ্ছেন। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে রাজ্যের মানুষের কল্যাণে ৩টি উপহার দেওয়ার জন্য রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞান করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান

গেছে ত্রিপুরার জন্য। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী আরও বলেন, বিগত দিনে ত্রিপুরাকে একটি পিছিয়েপড়া রাজ্য হিসেবে গণ্য করা হতো। গত ৭০ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে মাত্র ৬টি বিমানবন্দর ছিলো। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭ বছর সময়কালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ১৫টি বিমানবন্দর এবং ১৭টি হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, ৭০ বছরে সারা দেশে মাত্র ৭৪টি বিমানবন্দর ছিলো। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাত বছর সময়কালের মধ্যে সারা দেশে এখন ১৪০টির মতো বিমানবন্দর রয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য হলো বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রে ত্রিপুরার সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর প্রতি লোকাল ফর ভোকালের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সংকল্প হলো কৃষকের উন্নতির সাথে বিমান পরিবহণকে জুড়ে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার বিখ্যাত আনারস, কাঁঠাল বিমানে করে বিদেশেও পাঠানো হচ্ছে। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের আধুনিক

রূপে গড়ে উঠা ত্রিপুরার জন্য বিকাশের এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে। এই বিমানবন্দরে স্থানীয় শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গম দেখা যাবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে আজকের দিনকে ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় বলে উল্লেখ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী বীষু দেববর্মী। তিনি বলেন, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে আজকের দিনে আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন সমন্বিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন হয়েছে। সেই সাথে মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় এবং মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনারও সূচনা হয়েছে।



উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে ১ বছরে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ঘর পেয়েছেন রাজ্যের গরিব অংশের মানুষ। অথচ বিগত দিনে ৫ বছরে মাত্র ৪৪ হাজার ঘর পাওয়া গিয়েছিলো। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, আজ আমরা ইতিহাসের সন্ধিক্ষেপে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উপরকার পাচ্ছেন রাজ্যের আগরতলার জনসাধারণ। ২০১৬ সালের ৩০ আগস্ট কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী জয়ন্ত সিনহা রাজ্য সফরে এসে ত্রিপুরার জন্য একটি আত্যাধুনিক বিমানবন্দর নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছিলেন। যার ফল আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন সমন্বিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় প্রকল্পে উপকৃত হবে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা। এক একটি স্কুলে ১২০০ ছাত্রছাত্রী

কিলোমিটার রাস্তার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও রেল পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছেন রাজ্যের জনসাধারণ। দেওঘর এক্সপ্রেস, হাসমঙ্গল এক্সপ্রেস সহ বিভিন্ন এক্সপ্রেস ট্রেন দিয়ে এখন ত্রিপুরা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত করা খুবই সহজ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষীর মর্যাদা দিয়েছেন। এটা ডাবল ইঞ্জিনেরই সফল। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে জল জীবন মিশনে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রত পানীয় জল পৌঁছানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী রাজ্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের প্রত্যেকটি জনসাধারণ। বিগত প্রায় ৪ বছরে প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে এবং মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে। উন্নয়নের নিরীখেই এই চার বছরে রাজ্য অনেক এগিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ও ত্রিপুরা সারা দেশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন আগামীদিনে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম একটি অন্যতম বিমানবন্দর হিসেবে পরিচিতি পাবে। অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমতিয়া বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। অনুষ্ঠানে তপশীলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, আগে বহিরের মানুষ ত্রিপুরা সম্পর্কে এতো বেশি অবগত ছিলেন না। কিন্তু এখন দেশ বিদেশের মানুষ ত্রিপুরাকে জানেন, ত্রিপুরাকে চেনেন। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে গ্রামের গরিব মানুষ, শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষ অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। বিনামূল্যে এখন তারা মাথা গোঁজার জন্য ঘরের ব্যবস্থাও পাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে



সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, অনেকদিন ধরেই আমাদের স্বপ্ন ছিলো ত্রিপুরায় এমন একটা বিমানবন্দর হোক যেটা হবে আন্তর্জাতিক মারের। আজ সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এক উন্নত ও আধুনিক ত্রিপুরার যে স্বপ্ন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য দেবেছিলেন সেই স্বপ্ন আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তিনি। সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, নির্বাচনের আগে হীরা মডেলের রাজ্য উপহার দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন সেটা পূরণ হতে চলেছে। ত্রিপুরাতে এখন জাতীয় সড়ক, রেল পরিষেবা, ইন্টারনেট পরিষেবা এবং উন্নতমানের বিমানবন্দরের পরিষেবা পাচ্ছেন রাজ্যবাসী। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্য পাল সত্যদেও নারাইন আর্থ-সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ও প্রশাসনের পক্ষ অধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সোমবার দুপুর

ডা. মানিক সাহা প্রমুখ। উল্লেখ্য, মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনের নক্সা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করেছে এসজিএস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড এবং ক্রিয়েটিভ গ্রুপ। ২০১৭ সালে এর কাজ শুরু হয়। বিমানবন্দরের নতুন সমন্বিত টার্মিনাল ভবনের মোট আয়তন ৩০ হাজার বর্গমিটার। পিক আওয়ারে একসাথে ১২০০ যাত্রীর ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে এই টার্মিনাল ভবনের। কুড়িটি চেক-ইন কাউন্টার, ইনলাইন ব্যাগেজ হ্যান্ডেলিং সিস্টেম, ৪টি প্যাসেঞ্জার বোর্ডিং বেইন্ডেস, ৪টি ব্যাগেজ কনভেয়ার বেল্ট সহ ৬টি বিমান রাখার জায়গা রয়েছে নতুন এই টার্মিনালে। এসজিএস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড এবং ক্রিয়েটিভ গ্রুপ-এর মুখ্য নির্মাণ প্রকৌশলী হুদেশ শর্মা জানান, গ্রিন বিল্ডিং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী টার্মিনাল ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। ৪ বছর এপ্রিল মাসের মধ্যে এই টার্মিনাল ভবনের সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ সৌরশক্তিতে পরিচালিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

জনসেবায় জলসেবা, নিয়মিতকরণের ভরসা এবার বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। হাইকোর্ট নিয়মিতকরণ সহ পেনশন এবং নোশন্যাল ফিক্সেশন সহ ছয় মাসের এয়ারিয় যুক্ত করে সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের পক্ষে রায় দিয়েছিলো। রাজ্য সরকার নানা টালবাহানায় সেই রায়কে এড়িয়ে গিয়ে লাও করে নয়া প্রকল্প। যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন এখনও বিশ্বব্যাপী জলের তলায়। নিয়মিতকরণ আর পেনশনের স্বপ্ন দূরে থাক বাম আমলে সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের বার্ষিক তিন শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্টের মতো বিষয়টিও এখন অথরা। এর মাঝেই কোনও একটি মজলের নির্দেশে নাকি সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের বড় একটি অংশ এদিন বিবেকানন্দ ময়দানে আগত মানুষদেরকে জলপান করিয়ে সমাজসেবা করেছে। এই সূচনী নাকি এদেরকে জানিয়েছে, সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর জনসেবা করলে তা মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসবে। আর মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এলে তিনি এদের প্রতি সদয়

হবেন। আর মুখ্যমন্ত্রী সদয় হলে এদের জীবনে কিছু না কিছু একটা প্রান্তি যোগ হতে পারত। দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা। এই আবহেই বুধবার আগরতলায় বসছে সর্বশিক্ষা কমিটির বৈঠক। তবে এই বৈঠকে নিয়মিতকরণ, বেতন বৃদ্ধি কিংবা সরকারের নয়া প্রকল্প নিয়ে কোনও কথাবার্তা নেই — এমনটাই খবর। উল্টো অশিক্ষক কর্মসিারীর মধ্যে সিনিয়রিটি ও জুনিয়রিটি প্রথা তুলে দিয়ে বেতনের ক্ষেত্রে এমন নয়া সমসার সৃষ্টি করতে চলেছে বলেও খবর। জানা গেছে, সব দিক থেকে প্রায় ধাক্কা খেয়ে হাইকোর্টের রায় এবার আর এ দিনে তেমন কোনও পর্যন্ত সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী কথা দিয়েও কথা রাখেনি। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী, বিজেপি সভাপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রত্যেকের কাছেই কথা নেড়ে ব্যর্থ হয়েছেন তারা। এবার তাদের

নাকি ভরসা দিচ্ছেন বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের নেতারা। তবে বেশ কিছু প্রাথমিক সত্যও নাকি তারা বোঁধে দিয়েছেন। সেই সমস্ত শর্ত মেনেই এদিন তারা বিবেকানন্দ ময়দানে জমায়েতে আগত লোকজনদেরকে জল খাইয়ে তুষা নিবারণ করিয়েছেন। এরকমভাবে এদেরকে আরও বেশ কিছু হোম ওয়ার্ক নাকি দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত হোম ওয়ার্ক সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা সম্মানে উল্লীহ হলে এরপরই নাকি কিছু একটা হওয়ার আশা দেখিয়েছেন বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের নেতৃত্ব। সেদিক থেকে ৫ জানুয়ারি সমগ্র শিক্ষার কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক বসলেও এবার আর এ দিনে তেমন কোনও আগ্রহ নেই। আদালতের রায়ের পরেও শিক্ষা সচিব সৌম্যা ওপ্তার পরামর্শে রাজ্য সরকার এমন একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেছে যে, যেখানে একজন শিক্ষকও নিয়মিত হতে পারেনি। এই প্রকল্পে উল্লেখ রয়েছে নোশন্যাল ফিক্সেশন অনুযায়ী

বেতন দেবে সরকার। তবে হাইকোর্টের দেওয়া সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর এক বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত সর্বশিক্ষায় এক টাকারও বেতন বৃদ্ধি হয়নি বলে কর্মচারীদের তরফে জানানো হয়েছে। এদের বক্তব্য বাম আমলে প্রতি বছর তিন শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট হতো। কিন্তু রাম আমলের চার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এক টাকারও বেতন বৃদ্ধি হয়নি। উল্টো শিক্ষা সচিব সৌম্যা ওপ্তার পরামর্শে এমন একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে যে প্রকল্পে সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ প্রায় এই জীবনের জন্যই বুলে গিয়েছে। অপরদিকে এতদিন যাবৎ সমগ্র শিক্ষা সচিব সৌম্যা অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা সিনিয়রিটি মেনে দেওয়া হতো। কিন্তু রজত রায় নামক এক ব্যক্তি কিনালপ কন্ট্রোলার হিসেবে কাজে যোগ দিয়ে সেই প্রথা তুলে দেওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যান। তিনি চাইছেন **এরপর দুইয়ের পাঠায়**

রাজ্যে একদিনে করোনা আক্রান্ত ৪৮

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার কয়েক হাজার মানুষ শহরের স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ভিড় জমিয়েছেন। উপস্থিত জনতার করোনা পরীক্ষা কোথাও করা হয়নি। কিন্তু স্বাস্থ্য দফতরের তরফে গত ২৪ ঘণ্টায়, অর্থাৎ গত সোমবার যত জনের করোনা নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল, তার মধ্যে মোট ৪৮ জনকে করোনা শনাক্ত করা হয়েছে। এদিন ৫৬৫ জনের আরটিপিসিআর পরীক্ষা এবং ২৩১৪ জনের অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করানো হয়। আরটিপিসিআর-এ ৮ জন এবং অ্যান্টিজেন পরীক্ষায় ৪০ জন করোনা শনাক্ত হয়। তাতে পজিটিভিটির রেট গিয়ে দাঁড়ায় ১.৬৭ শতাংশে। যে ৪৮ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন, তাদের মধ্যে পশ্চিম জেলার ৩০ জন, উত্তর ত্রিপুরার ৫ জন, দক্ষিণ জেলার ৪ জন, গোমতী-খলই ও উনকোটী জেলার ২ জন করে এবং খোয়াই জেলার ১ জন। মঙ্গলবারের সভার পরে রাজ্যে করোনার পরিস্থিতি **এরপর দুইয়ের পাঠায়**

মদ নিয়ে রক্তারক্তি হাসপাতালে উভয়পক্ষ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ জানুয়ারি।। মদ কেনা বোঝাচ্ছে কেন্দ্র থেকে মঙ্গলবার রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যায় রাজনগরে। যার জেরে আহত হয় উভয়পক্ষই। আওন দেওয়া হয় বাড়িয়ে। আহতদের হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব পিপাড়িয়াখলার আশ্রমপাড়ায় মদ কেনাবেচা নিয়ে বচসা বাঁধে। বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা ও কমল ত্রিপুরার সঙ্গে আদম আলি মিঞার বচসা একসময় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা এবং কমল ত্রিপুরা দু'জনে মিলে আদম আলি মিঞাকে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিলে আদম আলি নাকি দৌড়ে গিয়ে কুড়াল নিয়ে আসে এবং বিশ্বজিৎ ও কমলকে কুড়াল দিয়ে আঘাত করতে থাকে। এতে দু'জনই রক্তাক্ত হয়ে যায়। এদের রাজনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই



মানুষেরা। এর পর বড় পাখড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে রেফার করে দেন। এই মদ বিক্রির ঘটনাকে কেন্দ্র করে রক্তারক্তির

জানিয়ে দেয় এবং দুটি ঘটনাই নিশা জানান। ফলে ঘটনাটি আর বেশি দূর এগোয়নি। তবে আহত দুই পক্ষের আত্মীয় পরিজনরাই প্রতিশোধপন্থায় নিজেদের শক্তি বাড়িয়েছেন বলে জানা গেছে।

অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ জানুয়ারি।। স্টেট ব্যাঙ্কের সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েবের ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ এক মহিলা গ্রাহক। গ্রাহকের বাড়ি চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজীব কলোনি এলাকায়। জানা যায়, মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিশ্রামগঞ্জ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় রয়েছে। মহিলার নাম রিনা আক্তার, স্বামীর নাম বাপন মিয়া। মহিলার স্বামী বিশেষ অর্থে কুয়েত থাকে। স্বামী ২০০০৭৮০৫৮৭ নম্বর অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠায়।



কয়েকদিন আগে স্বামী বাপন মিয়া ৫৯ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল। মহিলা তিন ভাগে ৪৫০০০ টাকা তুলেছেন। আর ৫০০০ টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয়ে যায় বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার এটিএম দিয়ে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন এটিএম কাউন্টারে। কিন্তু টাকা নেই। তখন মহিলা বিশ্রামগঞ্জ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া শাখায় গিয়ে টাকা গায়েবের বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। কর্তৃপক্ষ তখন মহিলাকে একটি নম্বর দিয়ে সেই নম্বরে কথা বলতে বলেন। কিন্তু মহিলার অভিযোগ এই নম্বরে কিছুই বলেনা। একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েন তিনি। সংবাদমাধ্যমের কাছে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে। তিনি বলেন এভাবে গরিব মানুষদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়ে গেলে দায়ভার কে নেবে? গ্রাহক রিনা আক্তার ৫০০০ টাকা যাতে ফিরে পায় সেই আবেদন করেছেন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে।

আজ রাতের ওয়ুথের দোকান
সাহা মেডিসিন সেন্টার
৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : সপ্তাহের শেষ দিনটি এই রাশির জাতক-জাতিকারের জন্য শুভ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রেই উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কোনরকমের বামেলার সম্ভাবনা নেই। সাফল্যের পথে কোন বাধা থাকবে না। আর্থিকভাবে শুভ। তবে শত্রু পক্ষ একটু অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

বৃষ : এই রাশির জাতক-জাতিকারের শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্র ভাল লক্ষ্য করা যায়। মানসিক উত্তেগে থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু না কিছু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হতে পারে। দিনটিতে আর্থিক ভাব ও অশুভ ফল নির্দেশ করছে। শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। সচেতন হলে গৃহ পরিবেশে শান্তি থাকবে।

মিথুন : দিনটিতে বিশেষ শুভ নয়। হতাশায় না ভোগে মন মানসিকতা দিয়ে অশুভত্বকে জয় করতে হবে। অযথা ভুল বোঝাবুঝি। গুপ্ত শত্রু হতে সাবধান। গুরুজনের স্বাস্থ্য চিন্তা। প্রেম-প্রীতিতে গৃহগত সমস্যা দেখা যাবে।

কর্কট : দিনটিতে পেটের সমস্যা বিচলিত করতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তির সম্ভাবনা। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। কর্মাদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে সময়ট। অনুকূল চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও শুভ।

সিংহ : দিনটিতে শুভ দিক নির্দেশ করছে। স্বাস্থ্য নিয়েও অহেতুক চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক পরিবেশ ক্রমে অনুকূলে দিকে চলে আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আনন্দ লাভ করবেন। আয় বেশি হলেও ব্যয়ের অধিকার রয়েছে। কর্ম পরিবেশ বিগ্নিত হবে না।

কন্যা: শরীর কষ্ট দেবে। দাম্পত্য জীবনে সুখের



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত সমীর রঞ্জন মজুমদারের মৃত্যুদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয় প্রাঙ্গণে। এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিং সিনহা, প্রশান্ত সেন চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

মোদির অনুষ্ঠান, দলীয়করণের অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুষ্ঠানকে দলীয়করণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ সিপিআইএমএল'র। দলের রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার প্রতিব্রিিয়ায় জানান, প্রধানমন্ত্রী সরকারি সফরে রাজ্যে এসেছিলেন। সরকারি অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এই অনুষ্ঠানকে যেভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করছে সিপিআইএমএল। তিনি আরও বলেন, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প সূচনার মধ্য দিয়ে রাজ্যে শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। তার মতে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া রাজ্যে শিক্ষার বেসরকারি করণের জন্য বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প আনা হয়েছে। এই প্রকল্পে সরকারি ব্যবস্থাপনাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তারা এরও তীব্র বিরোধিতা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। তারা এর নিন্দা করেছেন। এ রাজ্যে শিক্ষা অবৈতনিক। শিক্ষা সব অংশের জনসাধারণের জন্য। এই শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করা,



না। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সরকারিভাবে না রাখলে সরকার থাকার কোনো

মানে থাকে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের কোনো অর্থ হয় না। দ্বিতীয়ত মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা নিয়ে তিনি বলেন, গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। কাজের দেখা নেই। রেগা প্রকল্পে মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। জিআরএস'র সঠিক সময়ে বেতন পাচ্ছেন না। বিনা বেতনে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। ঠিক একইভাবে রেগা শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া পড়ে আছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্পের উদ্বোধনের কি মানে আছে? যেখানে রেগায় টাকা নেই, সেই জায়গায় সেই প্রকল্পেরও কোনো অর্থ থাকে না বলে তার বক্তব্য।

অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি চেয়ে ডেপুটেশন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি।। ধর্ষণকারী কঠোর শাস্তির দাবিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন। মঙ্গলবার এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই-এর তরফে এক প্রতিনিধি দল ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তকে কঠোর শাস্তির দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চলতি মাসের ১ তারিখ অর্থাৎ ১ জানুয়ারি তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার তুইসিন্দ্রাই করকড়ি এলাকায় ধর্ষণের শিকার হয়েছিল এক ১৩ বছর বয়সি নাবালিকা। সেই নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছিল একই এলাকার শাসকদলীয় নেতা তথা তুইসিন্দ্রাই শক্তি কেন্দ্রের এক নেতৃত্ব স্তম্ভায় রম্ভ্রপালের আত্মপুত্র

প্রাণেশ রম্ভ্রপাল এবং তাকে সহায়তা করেছিল এলাকার অপর একেব যুবক প্রসেনজিৎ মাল্যকার এমসটিআই অভিযোগ এলাকাবাসীদের। পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সোমবার রাতে অভিযুক্ত তথা ধর্ষক তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। ধর্ষকের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে এবং ধর্ষকের সঙ্গে সহায়তাকারী প্রাণেশ রম্ভ্রপাল'কে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তেলিয়ামুড়া থানা ঘেরাও করে এলাকাবাসীরা মঙ্গলবার সকালে। অপরদিকে ধর্ষক প্রাণেশ রম্ভ্রপালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই'র পক্ষ থেকে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়ার

জমির জল বন্ধ করে দিয়েছে নেতারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, করবুক, ৪ জানুয়ারি।। কৃষকের জমিতে জল না থাকায় ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। ২ থেকে ৩ কানি জমি জলের অভাবে এখন কৃষি কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। অভিযোগ, করবুক এলাকার দু'জন নেতার কারণে কৃষকদের জমিতে জল দিচ্ছেন না দায়িত্বপ্রাপ্ত অপারেটর। স্থানীয় এক যুবক সামাজিক মাধ্যমে অভিযোগ করেছেন, করবুক মন্ডলের ৩নং বুথে দুই নেতা সবকিছুতেই নাক গলাচ্ছেন। তারা নিজেদের পছন্দের বাইরের লোকজনকে কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছেন না। এক কথায় সব ক্ষমতা কৃষিগত করে রেখেছেন তারা দুইজন। কান্টি এবং সুশীল মিলে কৃষকদের জমিতে জল সরবরাহও বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। ওই যুবকের সরকারের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন আছে দিনের কথা বলে তাদেরকে এই ধরনের নির্বাহন করার পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে? সরকার এই ধরনের কাজের জন্যই কি মানুষের কাছে ভোট চেয়েছিল? তার আরও অভিযোগ, যদি কান্টি এবং সুশীলের কাছে কেউ কিছু বলতে যান তাহলে উল্টো হুমকির মুখে পড়তে হয়। তারা নাকি পাম্প অপারেটরকেও হুমকি দিয়েছে যদি তাদের নির্দেশ ছাড়া অন্য কারো জমিতে জল দেয় তাহলে তার চাকরি খেয়ে নেবে। স্বাভাবিক কারণে এখন দুই নেতার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে করবুক মন্ডলের ৩ নং বুথের নাগরিকরা।

মুখ খুললেন সুবল ভৌমিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরের প্রাক্কালে সর্ব হলেন তৃণমূল স্টিয়ারিং কমিটির রাজ্য আত্মায়িক সুবল ভৌমিক। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রধানমন্ত্রী কোনও রাজ্যে যত বেশি আসবেন সে রাজ্যের তত বেশি উন্নয়ন হবে। কিন্তু ত্রিপুরায় আজ থেকে চার বছর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এসে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন, সেই প্রতিশ্রুতির ধারেকাছেও নেই বিজেপি সরকার। এই অভিযোগ তুলে সুবল ভৌমিক আরও বলেন, বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তা রক্ষা করতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে এসে প্রতিশ্রুতি দিলেও তার কতটা বাস্তবায়িত হবে তা সময়েই বোঝা যাবে। তবে সুবল ভৌমিকের আশঙ্কা, বিজেপি মুখে প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রক্ষা করে না, এবারও করবে না। তিনি আরও অভিযোগ করেন, গালভরা ভাষণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করলেও মানুষ বিজেপিকে চিনে গেছে। কটাক্ষ করে সুবল

ভৌমিক বলেন, কিছুদিন আগে পুর সংস্থার নির্বাচনে ৯০ শতাংশেরও বেশি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। তারপরও এত ভয় কেন? প্রধানমন্ত্রী এসেছেন,

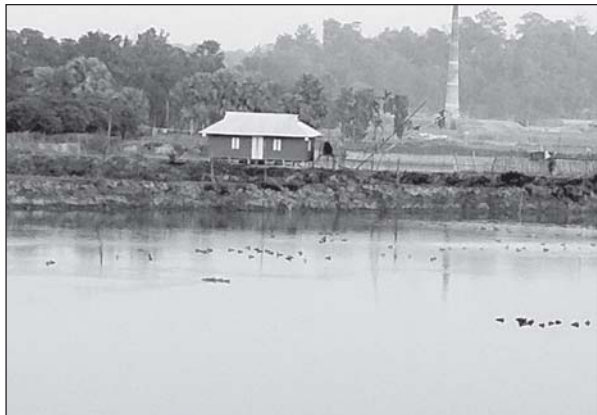
তার পর আসবেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি। সুবল ভৌমিকের দাবি, তৃণমূল যখন এ রাজ্যে শক্তি বাড়িয়েছে তখন বিজেপি তৃণমূলকে ভয় পেয়েছে। তাই তৃণমূলের আতঙ্কে বিজেপি অনেক আগেই ময়দানে নামলো। সরকারি অনুষ্ঠান হলেও এদিনের আয়োজনকে দলীয়করণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ সুবল

ভৌমিকের। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, সাধারণ মানুষ এখন আর বিজেপির কর্মসূচিতে আসতে চাইছে না। তাই স্কুল কলেজের পড়ুয়া, সরকারি কর্মচারীদের স্বামী



বিবেকানন্দ ময়দানে আসতে খলিয়া জারি করা হয়েছে। তবে সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে রাজনৈতিকভাবেই ব্যাখ্যা করতে চান। তারা মনে করেন, সরকারি আয়োজনকেই দলীয়করণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরের পর তাকে ইস্যু করেই এবার ময়দানে তৃণমূল।

জাঁকিয়ে শীতের আগমনে সাইবেরিয়ান পাখিদের ভিড়



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ৪ জানুয়ারি।। শীত পড়লেই সুদূর পাশ্চাত্য দেশ থেকে সাইবেরিয়ান পাখি রাজ্যে প্রবেশ করে। এ বছরও এর ব্যতিক্রম হয়নি। যদিও অন্যান্য বছরের তুলনায় সংখ্যাটি এবার মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে। শীতের মরশুমে সিপাহিজলা, রম্ভ্রসাগর এমনকি পার্শ্ববর্তী সোনামুড়ার বেজিমাঝা রবীন্দ্রনগর জলাশয়গুলোতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিগুলি এসে বিচরণ করছে। এই পরিযায়ী পাখিদের বিচরণ প্রত্যক্ষ করতে কৌতুহলী বহু মানুষ পৌষের কুয়াশার চাদরে ঢাকা আকাশে প্রাতঃসম্রণকারীরা নীরবে ভিড় করছে জলাশয়ের পাশে। তবে সোনামুড়ার রম্ভ্রসাগর বা সিপাহিজলায় বিগত বছরগুলোতে সুদূর পাশ্চাত্য থেকে নানা প্রজাতির

পাখির বিচরণ ছিল। কিন্তু বেজিমাঝা বারবীন্দ্রনগরের ইটভাটা সংলগ্ন জলাশয়গুলোতে ভিনদেশের পরিযায়ী পাখির বিচরণ কম ছিল। এবার দেখা যাচ্ছে, সাইবেরিয়ান পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে এসব স্থানে বিচরণ করছে। মঙ্গলবার বন দফতরের রেঞ্জ অফিসার বিকাশ ঘোষ জানান, বন দফতর থেকে একটি টিম এইসব জলাশয়ে এসে সাইবেরিয়ান পাখির সংখ্যা কত গণনা করে তথ্য সংগ্রহ করার কথা রয়েছে। তবে একাধিক বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, এইসব জলাশয়গুলিতে কোনদিন পাশ্চাত্য সাইবেরিয়ান পাখি এভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যায়নি। ভূপুষ্টি উপরে জলাশয় কমে যাওয়ায় দূর-দূরান্ত থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতেই বলে এদের বিচরণ বলে অনেকের ধারণা।

বিশ্ব ব্রেইল দিবস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। অল ত্রিপুরা রাইভ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব ব্রেইল দিবসের আলোচনা সভা। এই আয়োজনের শুরুতেই লুই ব্রেইলের জন্মদিনে তার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও। এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের অতিরিক্ত বিচারপতি উপপলেন্দু বিকাশ সাহা, রাজ্যের বিশেষভাবে সন্মম ব্যক্তিদের কমিশনার ওয়াই কুমার, পশ্চিম জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের সচিব দীপ্তি বিকাশ রায়, সলিল দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। গোটা আয়োজনে এই

দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন বক্তারা। স্বাগত ভাষণ রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিতুন সাহা। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সনাতন দেবনাথ। এদিকে, অল ত্রিপুরা রাইভ কমিটির উদ্যোগে এই দিনটি পালন করা হয়। এদিন দুস্থিহীন দিব্যাস্রজনদের ভাষা শিক্ষার আবিষ্কর্তা লুই ব্রেইলের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সহদের সাহা, উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান শ্যামল চৌধুরী, সুস্মিতা দত্ত রায় চৌধুরী, সৃজিত দাস সহ অন্যান্যরা। আলোচনায় বক্তারা এদিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও এ দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়।

ডিওয়াইএফআই'র ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ জানুয়ারি।। পানিসাগর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে নগর পঞ্চায়েত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতিতে সুশীল সমাজ দায়গ

অস্বস্তিতে দিনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে খবর। নগর এলাকার ১৩টি ওয়ার্ড এলাকায় গৃহস্থের বাড়িতে নানা কায়দায় চুরি-চামারি মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় নগরবাসী এই কনকনে শীতের মরসুমে বিনিদ্র

রজনী উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কাটাচ্ছেন— এমনই মতামত নগরবাসীর। নগরবাসীর ভোটে নির্বাচিত হয়ে বিজেপির নবগঠিত বোর্ড গঠন হওয়ার পরে অবস্থার পরিবর্তন। চারের পাতার পর



ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘর ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩x৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৩৯৫ এর উত্তর								
5	9	8	4	3	1	7	2	6
6	2	7	9	5	8	1	3	4
3	4	1	2	6	7	8	5	9
9	7	5	8	4	6	3	1	2
2	8	4	1	7	3	9	6	5
1	3	6	5	2	9	4	7	8
4	6	3	7	9	2	5	8	1
7	1	9	6	8	5	2	4	3
8	5	2	3	1	4	6	9	7

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৯৬								
3	8	2	6	5	4	9	7	
5	1		7	3		8		
7							3	
	2	8	9	6			4	7
				7	8			
9		5				2	8	6
2		1	5	8	7		9	4
				9	6	1	2	
8					2		5	3

বেতন কেটে নিল ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিবাদে কর্মবিরতিতে শাসক সমর্থিতরা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, আনন্দনগর, ৪ জানুয়ারি।। অন্যান্য কর্মচারীদের মত টিএফডিপিসি’র শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের ছুটি ভোগ করে আসছেন। কর্মচারীদের মত তারাও সবেতন ছুটি পান। কিন্তু আচমকা টিএফডিপিসি কর্তৃপক্ষ ছুটি নেওয়ার কারণ দেখিয়ে শ্রমিকদের বেতন কেটে রেখে দিয়েছে বলে অভিযোগ। চলতি মাসে তারা যখন বেতন পেয়েছেন তা দেখে হতবাক হয়ে পড়েন। কারণ, যাদের বেতন ৮ হাজার টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে মাত্র ৫ হাজার টাকা। যাদের বেতন ১২ হাজার টাকা তারা পেয়েছেন ৮ হাজার টাকার মত। স্বাভাবিকভাবে শ্রমিকদের মধ্যে এ নিয়ে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যার বহির্প্রকাশ ঘটে মঙ্গলবার। এদিন শ্রমিকরা বেতন কেটে নেওয়ার প্রতিবাদে কর্মবিরতি শুরু করেন। তারা জানিয়ে দিয়েছেন, যতক্ষণ না

পর্যন্ত পুরো বেতন মিটিয়ে না দেওয়া হচ্ছে, আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। তারা এ বিষয়ে টিএফডিপিসি’র ম্যানেজারের সাথে কথা বলেছেন।



কিন্তু তিনিও স্পষ্টভাবে কোনো জবাব দেননি। বরং শ্রমিকদের ভুল পথে চলার পরামর্শ দিয়েছেন বলে তারা অভিযোগ করেন। শ্রমিকরা জানান, তাদেরকে বলা হচ্ছে প্রতি

সপ্তাহে দুদিন করে ছুটি নিতে। যাতে করে বেতন আরও কমে যায়। এখন প্রশ্ন উঠছে, আগের শ্রমিকদের ছাঁটই করার উদ্দেশ্যেই কি এই ধরনের নিয়োগ করার চেষ্টা করা হবে। শ্রমিকদের যদি কম বেতন দেওয়া হয় তাহলে তারা নিজে থেকেই বিকল্প কোনো কাজ খুঁজে নেবেন। সেই

নিয়োগ করার চেষ্টা করা হবে। শ্রমিকদের যদি কম বেতন দেওয়া হয় তাহলে তারা নিজে থেকেই বিকল্প কোনো কাজ খুঁজে নেবেন। সেই

নামের সাথেও বিজেপি শব্দ যুক্ত আছে। তাহলে কেন ওই শ্রমিকদের সাথে এ ধরনের বঞ্চনা করা হচ্ছে? এখনও পর্যন্ত টিএফডিপিসি কর্তৃপক্ষ গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেনি। যদি এভাবেই প্রশাসনিক কর্তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও বৃহত্তর রূপ নিতে পারে। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, আধিকারিকদের সাথে কথা বললে তারা বার বার দাবি করেন সংস্থা লোকসানে চলছে। সেই জায়গায় শ্রমিকদের প্রশ্ন, কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থার লোকসানের বিষয়টি তাদের মনে থাকে না কেন? শ্রমিকদের আরও অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ নাকি বার বার অভিযোগ করে তারা সঠিকভাবে কাজ করেন না। কিন্তু শ্রমিকদের দাবি এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

পর পর দুটি দুর্ঘটনায় আহত চার

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, বিশালগড়, ৪ জানুয়ারি।। বিশালগড় থানা এলাকায় দুর্ঘটনা ছাড়া এমন কোনো দিন বাদ যাচ্ছে না। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফের পর পর দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথমটি বিশালগড় ২নং স্টেট সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। বাইক এবং অটোর সংঘর্ষে আহত হন এক বৃদ্ধ। সন্ধ্যা ৫টা ১৫ মিনিট নাগাদ বিশালগড় ২নং স্টেট সংলগ্ন জাতীয় সড়কে বাইক এবং অটোর সংঘর্ষে আহত হন পূর্ণিমা দেব। ঘটনার পর বাইক চালক সেনান থেকে গা-চাকা দেয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বৃদ্ধার পরিবারের লোকজন ছুটে আসেন। তারা পূর্ণিমা দেব’কে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলাকে দেখে আগরতলার হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে দেন। অন্যদিকে, চেলিখলা এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় আহত হন তিনজন। যাদের মধ্যে দু’জন বাইক চালক এবং একজন আরোহী। প্রত্যক্ষদর্শীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আহত দুই বাইক চালক মদন দেববর্মা এবং আকাশ দেববর্মা। আহতদের বাড়ি চেলিখলা এলাকাতেই। তবে দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটেছে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

জেলহাজতে দুই জঙ্গি সহযোগী

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, গভাছড়া, ৪ জানুয়ারি।। থলাই জেলায় ধৃত দুই জঙ্গি সহযোগীকে মঙ্গলবার গভাছড়া আদালতে পেশ করে পুলিশ। তাদেরকে আগামী ৭



জানুয়ারি পর্যন্ত জেলহাজতে পাঠায় আদালত। সোমবার সন্ধ্যা রাতে আমবাসা বাজার থেকে জঙ্গি সহযোগী মিত্রন ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে জেবা করে পরবর্তী সময় গভাছড়া মহকুমার দাঙ্গাবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় তার সহযোগী রামকৃষ্ণ ত্রিপুরাকে। ধৃত দু’জনকে সোমবার মধ্যরাত্রে আমবাসা থেকে গভাছড়া থানায় নিয়ে আসা হয়েছিল। মঙ্গলবার তাদের আদালতে পেশ করা হয়।

কোনোকালেই শেষ হচ্ছে না দুর্দশা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি।। রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতিদের দৃষ্-খ-দুর্দশা কোনকালেই শেষ হওয়ার নয়। বাম আমল হোক কিংবা রাম আমল উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত এ সকল অঞ্চলের জনজাতিরা। জীবন সংগ্রামে কোনরকমভাবে জীবনের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে রয়েছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতিরা। তাই এবার বেঁচে থাকার তাগিদে আয়ের উৎসের জন্য জনজাতিরা ভিন্ন পথ অবলম্বন করল। এরকমই দৃশ্য দেখা গেল তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুন্সিয়াকামি

রকের অধীন নোনাছড়া, বিলাইহাম, কাঁকড়াছড়া এডিসি ভিলেজ-সহ আরো বেশ কয়েকটি গ্রামে। এই অঞ্চলে বিরাট একটা অংশ রিয়াং জনজাতিদের বসবাস। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে তারা জুম চাষকেই প্রধান আয়ের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র জুম চাষ করে সংসার প্রতিপালন করা যায় না বলে জানান রিয়াং জনজাতিরা। তাই এবার সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে শিমুল তুলা চাষকে বেছে নিয়েছেন বিচল জানান জনজাতি

রমণী জাইনারং রিয়াং। এই প্রচেষ্টার প্রথম বছরেই সফলতা এসেছে। এমনতেই শীত মরসুম চলছে। এখন তারা শিমুল তুলা চাষ নিয়েই চরম ব্যস্ত। এই শিমুল তুলা চাষ করে বিকল্প অর্থনিতির রাস্তা যে করা যায় বিষয়টা তাদের কাছে পরিষ্কার। প্রথম বছরই মোটামুটি ভালো আয় হয়েছে। এখন আগামী দিনে যদি সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে নিজেদের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার কিছুটা হলেও পরিবর্তন করতে পারবে বলে দৃঢ় আশাবাদী রিয়াং জনজাতি মহিলারা।

স্বচ্ছ ভারতের কলঙ্ক অম্পি বাজার!

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, অম্পি, ৪ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে শুরু হওয়া স্বচ্ছ ভারত অভিযান একটা সময় এ রাজ্যেও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। লোক-দেখানোর জন্য হলেও নেতা-মন্ত্রীরা হাতে বাড়ু নিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে লেগে পড়েছিলেন। কিন্তু সময় যত গড়িয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ ভারতের স্লোগান এবং তার উদ্দেশ্য যেন হারিয়ে বসেছে এ রাজ্যে। কারণ এখন আর কারোর মুখে স্বচ্ছ ভারতের কথা যেমন শোনা যায় না, ঠিক তেমনি বিভিন্ন জায়গায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে না। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে অম্পি বাজারে। বাম আমলে

বাজারে একটি টয়লেট গড়ে তোলা হয়েছিল। বাজারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতারাও তা ব্যবহার করতেন। কিন্তু এখন সেই টয়লেট ব্যবহারের যোগ্যতা হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, টয়লেটের গেটে তালি বুলিয়ে দেয় বর্তমান সময়ের ক্ষমতাসীনরা। যেন তারাই স্বচ্ছ ভারতের স্লোগানকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছেন। শৌচালয় বন্ধ করে দেওয়ার সূক্ষ্ম (!) এটাই হয়েছে যে, বাজারের আশপাশ এখন নোংরায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সেই নোংরায় দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক কাজ সারছেন ব্যবসায়ী থেকে ক্রেতারা। যার ফলে বাজার এলাকায় ইটচালার মত পরিস্থিতি

নেই বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। সবাই প্রশ্ন তুলছেন যেহেতু বাজারে শৌচাগার আছে, তাহলে দেখানো তালি বুলিয়ে রাখা হয়েছে কেন? শৌচাগার বন্ধ থাকার কারণে যে যার খুশি মতো জায়গায় প্রাকৃতিক কাজ সারছেন। এতে করে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কতটা কাজে এল তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন, যে দলের নেতারা স্বচ্ছ ভারতের স্লোগান দিয়ে আগে বাড়ু নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়তেন তারা এখন কোথায়? অম্পি বাজারের এই অববস্থার চিত্র তারা কি দেখতে পাচ্ছেন না? নাকি ইচ্ছাকৃতভাবেই স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে ব্যাহত করার জন্য শৌচাগারে তালি বুলিয়ে দিয়েছেন?

৪৫ বছর পর জমি ফিরে পেলেন রাহেলা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, বিশালগড়, ৪ জানুয়ারি।। ৪৫ বছর পর দখলকৃত জমি ফিরে পেলেন এক মহিলা। ঘটনা মধুপুর থানাধীন অরবিন্দনগর এলাকায়। অভিযোগ, জামাল মিয়া’র এক ভাই জাকির হোসেন বলপূর্বক জামালের ২ কান্ট পাঁচ গভা জায়গা দখল করে ঘর তুলে বসে। বহুদিন ধরে জায়গাটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেও আক্রমণের মুখে পড়েন আসেন জায়গাটি মহিলা’র হাতে জামাল মিয়া’র মৃত্যু হবার পর তার স্ত্রী রাহেলা বেগম জায়গার মালিক হয়। ১১ সালে আগরতলায়



মধুপুর থানার পুলিশকে নিয়ে আসেন জায়গাটি মহিলা’র হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ওই সময় সিপিএম আমল থাকায় ও জামির হোসেন’র এক ভাই

সিপিএমের মেম্বর হওয়ায় সেদিন আর জায়গা ফিরিয়ে দেওয়ার বদলে উল্টো পুলিশের উপর আক্রমণ চালায় জাকির হোসেন বলে অভিযোগ। দা নিয়ে তৎকালীন মধুপুর থানার ওসিকে আক্রমণ করেছিল বলে অভিযোগ। তারপর পুলিশও অভিযুক্ত জাকিরের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করে সেই মামলা এখন আদালতে বুলছে। মঙ্গলবার আদালতের কর্মী ও মধুপুর থানার ভরপ্রাপ্ত ওসি পার্থনাথ ভৌমিকের উপস্থিতিতে জায়গা গড়ে উঠা ঘরগুলিকে ভেঙে মহিলা’র জায়গা মহিলা’র হাতে তুলে দেয়। ৪৫ বছর পর এই জায়গা পেয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে রাহেলা।

MEMORANDUM
The date for submission of bid for supply of home cooked food by SGH/VO/CLFs under TRLM vide No.F.5(30)/RD/TRLM/2021/6226-29 dated 11/11/2021 has been extended for 22 (Twenty two) more days till 25/01/2022 upto 3:00 PM under TRLM. The detailed NIQ may be seen in the website www.rural.tripura.gov.in/www.trlm.tripura.gov.in/www.tripura.gov.in
All other terms and conditions of the LIQ are remaining same.
Sd/- Illegible (S.C Saha, TCS, SSG) Addl. Chief Executive Officer (Addl. Secretary, RD Deptt.) Tripura Rural Livelihood Mission
ICA-C-3249-21

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER REF. NO. F.6(1-22)-AGMC/Purchase/PG/Machinery items/2021-22 Dt. 3/12/2021
TENDER FOR "Procurement of Equipments for the Dept. of Forensic Medicine & Toxicology in the Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala"
A Tender hereby invited on behalf of the Medical Superintendent & HOD, A.G.M.C & G.B.P. Hospital, Agartala, Tripura from resourceful, experienced and bonafide licensed manufacturer or their authorized local supplier/dealer/distributor in the state of Tripura for "Procurement of Equipments for the Dept. of Forensic Medicine & Toxicology in the Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala."
The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is 22/01/2022 up to 4:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal, So bidders are requested to get the update themselves from the e procurement web portal only.
Sd/- Illegible ICA-C-3231-21 Medical Superintendent & Head of Department A.G.M.C & G.B.P. Hospital, Agartala.

CODE :- DH&FWS-GOMATI / IPPI / JAN22 / 01
Gomati District Health & Family Welfare Society (Office of the CMO, Gomati District) Tepania, Udaipur, Tripura - 799114
No. F.17(2-1) / DH&FWS / CMO / G / 2006 / V-I
Date:- 04/01/2022
NOTICE INVITING QUOTATION
Sealed Quotation is hereby invited for 01 year from the undersigned Firm / Agencies / Cooperative Societies of Tripura for supply of Posters and Banners for IPPI 2022 which is to be submitted to the Office of the Undersigned within 11/01/2022 at 11.00 AM . The tender is likely to be opened on 11/01/2022 at 3.00 pm. The details of the tender will be available in the NHM Website:- www.tripuranrh.m.gov.in or in the NOTICE BOARD of DH&FWS (CMO Office), Gomati Dist, Tepania, Udaipur, Tripura - 799114.
CMO (Exe. Secretary, DH&FWS), Gomati District, Tepania, Udaipur, Tripura - 799114
Sd- Illegible

অসম পুলিশের হাতে আটক গাঁজা ও সুপারি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, চুয়াইবাড়ি / কদমতলা, ৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা থেকে অসমে যাওয়া দুটি লরি তল্লাশি করে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণ গাঁজা এবং বামিজ সুপারি। এই ঘটনায় আবারও ত্রিপুরা পুলিশের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে ত্রিপুরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কিভাবে দুটি গাড়ি অসম পর্যন্ত গেল? এর আগেও ত্রিপুরা পুলিশের ব্যর্থতা সামনে উঠে এসেছিল। কিন্তু একটি ঘটনারও সঠিকভাবে তদন্ত হয়নি। নিদ্রাকোরা বলেন, পুলিশের একাংশ পাচারকার্যের সাথে জড়িত। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে সব যানবাহন ভালোভাবে তল্লাশি করা হয় না। দুটি ঘটনায় অসম পুলিশ পৃথক পৃথক মামলা নিয়ে দুই চালককে আটক করেছে। মঙ্গলবার দুপুর ২টা নাগাদ জেএইচ ১০সিই ৫৮১৫ নম্বরের ১৪ চাকার একটি লরি ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে অসমে প্রবেশ করতেই ধরা পড়ে। অসম পুলিশ রটিন তল্লাশির সময় লরি আটক করে। তারা লরিতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করেন ২৫,২০০ কেজি বামিজ সুপারি। যার বাজার মূল্য কমপক্ষে ১ কোটি ৮০ হাজার

টাকা হবে। জানা গেছে গাড়িতে ৩১৫টি সুপারির বস্তা ছিল। সঙ্গে চালক নাসারুল শেখ (৪৫) এবং সহচালক মুজাহিদ শেখকে (২০) আটক করা হয়। তাদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায়। অসম পুলিশের জেরায় তারা জানিয়েছে কুমারঘাট থেকে

আটককৃত গাঁজার বাজার মূল্য প্রায় ৩১ লক্ষ টাকা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। সঙ্গে চালক শিবনাথ চৌধুরী (৪০) এবং সহচালক বাবাই গুসাইটকে (২৪) আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অসম পুলিশ নিষিদ্ধ ধারায় মামলা নিয়েছে। ধৃত চালক জানায়, গাঁজার প্যাকেট সঠিক



সুপারির বস্তা লোড করা হয়েছে। সুপারির বস্তা গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। অপরদিকে একই সময়ে আগরতলা থেকে কলকাতা গামী ডব্লিউবি ১১ডিউ৬৬৭ নম্বরের লরি ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে অসমে প্রবেশ করতেই অসম-চুয়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের পুলিশ আটক করে। গাড়ির গোপন ক্যাবিনে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ৩১ প্যাকেট গাঁজা।

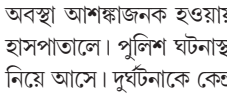
জায়গায় পৌঁছে দিলে তাদের ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল। ধৃতদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায়। দুটি ক্ষেত্রেই পুলিশ পৃথক পৃথকভাবে মামলা নিয়ে ধৃতদের জেরা চালিয়ে যাচ্ছে। বুধবার তাদের করিমগঞ্জ আদালতে পেশ করা হবে। এই ঘটনায় ত্রিপুরা পুলিশের তল্লাশি ব্যবস্থা আবারও প্রশ্নের মুখে পড়িয়েছে।

শতবর্ষ পেরিয়েও ঘর বঞ্চিত জগবন্ধু

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূলে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ঘর প্রদান করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও পরিবারকে এই ধরনের সুযোগ-সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা হবে বলে সরকার জানিয়েছে। কিন্তু যাদের এবারই ঘর পাওয়ার কথা ছিল অনেকেরই তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগ। শুধু ঘরের ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও বহু মানুষ এখনও বঞ্চিত। বৃদ্ধ ভাতা পাওয়ার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও বহু মানুষ সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এমনই এক বৃদ্ধ ব্যক্তির দেখা মিলেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমার তুইকই এলাকায়। তার বয়স ১০২ বছর। এমনই দাঁড় করছেন জগবন্ধু রাঈল। কিছুদিন পরেই নাকি তিনি ১০৩ বছরে পা রাখবেন। সেই ব্যক্তি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো ঘর তার কপালে জুটেনি। বিপিএল কার্ড এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তিনি পেয়েও এখনও তাকে জরাজীর্ণ ঘরে বসবাস করতে হচ্ছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার সর্দরকরকি এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত তুইকই এলাকার ওই নাগরিক জানান, ডান-বাম সব আমলের সরকার তিনি দেখেছেন। কিন্তু কেউই তাকে একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দেননি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি আক্ষেপের সুরে এমনটাই জানানেন। জরাজীর্ণ ঘরে আজও কোনোরকমভাবে বসবাস করছেন তিনি। তবে সরকারি ঘর পাওয়ার আশা এখনও ছাড়েননি। তার বিশ্বাস একদিন হয়তো তাকেও ঘর দেওয়া হবে। তুইকই এলাকায় বেশিরভাগ রাঈল জনগোষ্ঠীর বসবাস। জগবন্ধু রাঈলের মত এমন বহু পরিবার আছে যারা সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তাই দাবি উঠছে সরকার যাতে সব অংশের মানুষকে সমানভাবে সুযোগ-সুবিধাগুলো প্রদান করে।

যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই যুবক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, ফটিক্রায়, ৪ জানুয়ারি।। কুমারঘাট থানাধীন সিদ্দেছড়া এলাকায় যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন দুই যুবক। মঙ্গলবার বিকেল তিনটা নাগাদ বাইক এবং গাড়ির সংঘর্ষে আহত হন ইশিন্দ্র নাথ এবং সুশান্ত নাথ। দুর্ঘটনা দেখে স্থানীয় লোকজন কুমারঘাট থানা এবং ফটিক চন্দ্র স্টেশনে খবর পাঠায়। ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে দুই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তাদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে রেফার করা হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বাইক এবং গাড়ি আটক করে থানায় নিয়ে আসে। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।



SHORT NOTICE INVITING TENDER			
On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invited (SNIT) separates sealed tender for Procurement of Dustbins for CMMVS Villages for the financial Year 2021-22 under Dasda R.D. Block North Tripura from Registered traders/Cooperatives dealing in the items. For details office of the undersigned may be communicated.			
The rate should be quoted both in figures & words as per prescribed pro-forma enclosed. The bidder has to attach D-Call amounting Rs.5,000/- (Rupees five thousand) in favour of the Block Development Officer, Dasda RD. Block, North Tripura from any Nationalized Bank of India payable at Kanchanpur along with the tender. The undersigned having the right to reject any tender or contract at any time without assigning any reason.			
The stated sealed quotation should be dropped in the Tender Box kept in the Chamber of the Block Development Officer, Dasda RD. Block on and from 29/12/2021 to 11/01/2022 up to 3:00 PM (office hours and days only).			
The tender will be Opened on 11/01/2022 at 3.30 PM in the presence of the bidders/ authorized representatives who are willing to remain present at the time of opening of the Tender.			
SL. No.	Particulars	EMD	Enclosures
1	2	3	4
	Procurement of Dustbins for CMMVS Villages for the financial Year 2021-22. (Enclosed in Annexure-A. with SNIT)	Rs.5,000/- (Rupees five thousand) only.	Attested photo copy of Valid Shop/ Store Registration Certificate, GST Registration, PAN Card, Trade License, Adhaar Card, Voter ID Card, Bank Pass Book. (Without enclosures bid will not be accepted).
Sd/-Illegible (Saikat Saha, TCS) Block Development Officer Dasda R.D Block, North Tripura.			

The Executive Engineer, Water Resource Division no-II, Khadya Bhawan (Third Floor), Pandit Nehru Complex, Gurkhabasti, Po-Kunjaban, Agartala, PIN-799006, invites e-RFP against press NIEOI No. 04/EE/WRD-II/2021-22 * Dated 01/01/2022 on behalf of the "GOVERNOR OF TRIPURA" for appointment of consultants of national repute, to execute Consultancy Services of the proposed project consisting of preparation of Detailed Project Report (DPR) for "Construction of Sluice Gate with vertical steel shutter at Battali in Sonamura-Agartala N.H. over Kachicherra under Melaghar MC during the year 2020-21" (4th Call).
This is an invitation for e-Request For Proposal (RFP) open to Consultancy firms who have experience in the consultancy work of similar nature of works including water front Development and consider themselves capable to undertake consultancy work for the projects.
Last date of e-bidding document downloading & Uploading is 29-01-2022 upto 3.00 P.M. in website https://tripuratenders.gov.in
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in vide tender I.D :- or contact with the O/o the bid inviting authority Ph No: 7005447625 / 9436121525.
Sd/- Illegible (Er. Gautam Sen) Executive Engineer, Water Resource Division no-II Khadya Bhawan (Third Floor), Pandit Nehru Complex, Gurkhabasti PO-Kunjaban, Agartala, PIN-799006
ICA-C-3237-21

জানা অজানা

জীবাণু যখন আমাদের বন্ধু

বিশ্বাস হয়, আমাদের শরীরে আমাদের নিজস্ব যত না কোষ আছে, তার চেয়ে ১০ গুণ বেশি আছে ব্যাকটেরিয়া? বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমাদের একেকজনের শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা ৭.৫x১০১৩। সবচেয়ে বেশি ব্যাকটেরিয়া গুলোর নাম হলো কমেনসাল। কমেনসাল শব্দটা আবার এসেছে ল্যাটিন শব্দ মেনসা থেকে, যার অর্থ হলো টেবিল। এই জীবাণুগুলো একই টেবিলে খাদ্যগ্রহণ করে কি না, আর সেই টেবিলের নাম হলো মানবশরীর! অনেকেই বলেন, ব্যাকটেরিয়ামাত্রই ভিলেন। এ ধারণাটি মোটেও ঠিক নয়। যেমন শরীরে বাসা বাঁধা এই কমেনসাল ব্যাকটেরিয়াগুলো আসলে উপকারী ব্যাকটেরিয়া। কেউ আমাদের মরা ত্বক-কোষ পরিষ্কার করছে, কেউ দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণাকে দূর করছে, কেউ পেটের মধ্যে খাবার হজমে সাহায্য করছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর বলেছিলেন, কমেনসাল ছাড়া জগতে কোনো প্রাণিহি নেই। আর একালের বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই ব্যাকটেরিয়াগুলো ছাড়া আমাদের ইমিউন সিস্টেম ঠিকমতো কাজই করতে পারবে না। আমাদের শরীরে এই পরজীবীগুলো কোথেকে এল? জন্মের আগে আমরা যখন মাতৃগর্ভে থাকি, তখন অ্যামনিওটিক ফ্লুইড আর প্লাসেন্টা বাইরের পরিবেশ থেকে আমাদের সুরক্ষিত রাখে, কোনো জীবাণু প্রবেশ করতে দেয় না। জন্মের পর পরই পরিবেশের নানা জীবাণু ও পরজীবীদের সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হয়। এরা কেউ কেউ শরীরে প্রবেশ করে, কেউ ত্বকের ওপর, চুল বা ক্ষর মধ্যে এসে গাণ্ডাড়ে যায়। কেউ কেউ ঢুকে পড়ে নাক—মুখ দিয়ে শরীরের ভেতর। এভাবেই ওদের সঙ্গে শুরু হয় সখ্য ও বন্ধুত্ব। তারপর বীরে ধীরে তারা মানব শরীরের সঙ্গে



একটা দীর্ঘমেয়াদি, লাগসই ও নির্ভরযোগ্য সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলে। এ সম্পর্কটি পারস্পরিক নির্ভরতার। তারা বেঁচে থাকার রসদ এই শরীর থেকেই গ্রহণ করে, বিনিময়ে এর কোনো ক্ষতি করে না; বরং উপকার করারই চেষ্টা করে। এ জন্য এদের আরেক নাম মিউচুয়াল অরগানিজম, মানে এদের সঙ্গে মানুষের একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা বোঝাপড়া হয়ে যায়। তবে রক্ত, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড বা সলিড অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন যকৃৎ বা কিডনি ইত্যাদি কিন্তু জীবাণুমুক্ত। কোনোভাবে এসব ব্যাকটেরিয়া ওই সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢুকে পড়লে সমস্যা হতে পারে। এ জন্য এসব জীবাণুকে বলা হয় অপরজুনিটিক মাইক্রো অরগানিজম বা সুবিধাবাদী জীবাণু। এরা সুযোগের অভাবে ভালো মানুষ, কিন্তু সুযোগ পেলেই, যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তো এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে আমরা যে পুঁথি, তার কিছু উপকারিতাও আছে। যেমন আমাদের সারা দেহের ত্বকে জীবাণু মিলিয়ন মিলিয়ন আছে। বিশেষ করে শরীরের ভাঁজগুলোয়। বাইরের ক্ষতিকর

জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এরাই। ডেমোডেক্স ব্রেভিস ও ডেমোনেক্স ফলিকুলোরাম এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এরা মরা ত্বককোষ, ঘাম ও তৈলাক্ত পদার্থ খেয়ে বেঁচে থাকে। ওদিকে বাইরের কোনো ক্ষতিকর জীবাণু এলে রুখে দাঁড়ায়। চোখের পানিতে আছে করাইনো ব্যাকটেরিয়া, এরা কর্নিয়াকে রক্ষা করার জন্য কাজ করে যায়। পরিপাকতন্ত্রে আছে ই কোলাই, এরা খাদ্যকণা ভেঙে ভিটামিন কে তৈরিতে সাহায্য করে। ল্যাকটোব্যাসিলাস আছে বলেই শিশু জন্মের পর এত সহজে দুধ হজম করতে পারে। আবার পরিপাকতন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াগুলো অ্যাসিড ও টক্সিন তৈরি করে অন্য ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধিকে বাধা দেয়, এভাবে আমাদের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ কারণেই ক্ষমতাস্বর অ্যান্টিবায়োটিক বেশি ব্যবহার করে অস্ত্রের সব কমেনসালকে মেরে ফেলার পর অস্ত্রে বাইরের জীবাণু দিয়ে মারাত্মক সংক্রমণ ঘটে যেতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই সমস্যার একটা বিশেষ নামও আছে সিউডোমোনেমোনাস কলাইটিস। ঠিক একইভাবে জীবাণুরোহী ও অ্যান্টিসেপটিক সাবান বেশি ব্যবহার করলে ত্বকের উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো যায় মরে, ফলে ক্ষতিকর সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। আজকাল তাই বিজ্ঞানীরা শরীরের উপকারী জীবাণুগুলোকে ডিস্টার্ব না করে এদের সঙ্গে সহাবস্থানে থাকতেই বেশি আগ্রহ পাষণ করছেন।

বিখ্যাত হাইজিন হাইপোথিসিস বলছে যে, শিশুরা জন্মের পর খুব বেশি জীবাণুমুক্ত পরিবেশে বড় হয় এবং পরিবেশের জীবাণু বা পরজীবীদের সঙ্গে সখ্য তৈরি হয় না-পরবর্তী জীবনে তাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি এই হাইপোথিসিসে এ ধরনের শিশুদের পরবর্তী সময়ে হাঁপানি, অ্যালার্জি, টাইপ ১ ডায়াবেটিস, মাল্টিপল স্ক্লেসিস ও লিমফোয়াসটিক লিউকেমিয়ায় বেশি আক্রান্ত হওয়ার প্রমাণ মিলেছে। ২০০৪ সালে এই থিওরির প্রবক্তা গ্রাহাম রুক তাই এই জীবাণুদের নাম দেন ‘ওল্ড ফ্রেন্ডস’ বা মানবজাতির পুরোনো বন্ধু। তিনি বলেন, মানব শরীরে ভাইরাস সংক্রমণের ইতিহাস বেশি পুরোনো নয়, মাত্র ১০ হাজার বছরের। কেননা এর আগে আদিম মানুষ পরিবেশ ও বনজঙ্গলের সঙ্গে এমন এক মিথস্ক্রিয়ায় বসবাস করত যে তাদের সংক্রমণজনিত রোগ হতো না বললেই চলে। এই থিওরি এটাও প্রমাণ করেছে যে যেসব শিশু বড় পরিবার, অধিক সংখ্যক মানুষ ও প্রাণীদের সাহচর্যে, যেমন গ্রাম বা ফার্মের কাছাকাছি বড় হয়, তাদের অ্যালার্জি ও অটোইমিউন রোগের হার কম। তার মানে হলো, ব্যাকটেরিয়ামাত্রই খারাপ নয়। আমাদের শরীরেই আছে মিলিয়ন মিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া, এরা আমাদের বন্ধু ও সহচর। অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিসেপটিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার এবং অতিরিক্ত ‘হাইজিন সেন্স’ মানুষকে পরিবেশের স্বাভাবিক ইকোসিস্টেম থেকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে কি না, এটাও ভাবার বিষয়। সম্প্রতি হিউম্যান মাইক্রোবিয়ম প্রজেক্ট তাদের গবেষণার শিরোনাম দিয়েছে-ভিয়ার ব্যাকটেরিয়া, আই ওয়াস্ট ইউ ব্যাক!

প্যাংগংয়ে ব্রিজ লালফৌজের! নরেন্দ্র মোদিকে তোপ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি।। ভারত-চিন সম্পর্কে ক্রমশ থান্কা! একদিকে ভারত যেখানে শান্তিরবার্তা দিচ্ছে অন্যদিকে একের পর এক উস্কানিমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বেজিং। সম্প্রতি ভারতের হাতে বেশ কিছু স্যাটেলাইট ছবি এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে চিন প্যাংগং লেকের উপর ব্রিজ বানাচ্ছে। যদিও সীমান্তের ওপারে এই ব্রিজ লালফৌজ বানালেও উদ্বেগ বাড়ছে ভারতের। যদিও চিনের এহেন পদক্ষেপ নিয়ে ভারতের তরফে কিছুই বলা হয়নি। তবে এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ শানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। শুধু তাই নয়, এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কেন কোনও কথা বলছেন না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। প্যাংগং লেকের উপর ব্রিজ! এই ঘটনা সামনে আসার পরেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন কংগ্রেস’র শীর্ষ এই নেতা। পুরো ঘটনার খবর বিস্তারিত ভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরেন রাহুল গান্ধী। আর তা তুলে ধরে রীতিমত উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে রাহুল লেখেন, “পিএম” “silence is deafening”। আমাদের জমি, আমাদের লোক এবং আমাদের সীমান্ত আরও ভালো থাকার দাবিবার বলেও তোপ তাঁর। শুধু রাহুল গান্ধীই নয়, এই ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস মহাসচিব রণদীপ সু্যওয়াল।



বরেলিতে কংগ্রেসের ‘লডকি হাঁ লুড সনকতি হুঁ’ ম্যারাথনে পদদলিত হওয়ায় মতো পরিস্থিতিতে পড়ে যাওয়া মেয়েদের সাহায্য করছেন কর্মকর্তারা।

আদিবাসী কিশোরীর পরিণতিতে চাঞ্চল্য

জয়পুর, ৪ জানুয়ারি।। ‘পাশবিক’ শব্দটা যতই নৃশংসতা বোঝাতো ব্যবহৃত হোক, মাঝে মাঝেই এমন সব ঘটনার নজির সামনে আসে তেমন কাজ পণ্ডদের পক্ষেও করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি রাজস্থানে এক ১৬ বছরের কিশোরীকে গণধর্ষণ করে খুন করেছিল দুষ্কৃতিরা। নিগূহীতার ময়না তদন্তের রিপোর্ট দেখে শিহরিত পুলিশ প্রশাসন। জানা যাচ্ছে, ওই কিশোরীর মৃত্যুর পরেও তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল! গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে নিরাখা ছিল রাজস্থানের বৃন্দির ওই আদিবাসী কিশোরী। মাঠে ছাগল চড়াতে গিয়েছিল সে। তারপর থেকেই তার আর কোনও খোঁজ মেলেনি। পরে

যাদব জানাচ্ছেন, “এমন ঘৃণ্য কাণ্ড আমি জীবনে দেখিনি। বৃন্দি বার আসোসিয়েশনের সদস্যরা জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা কেউ অভিযুক্তদের হয়ে মামলা লড়বেন না।” উল্লেখ্য, ঘটনার দিন দুই বাদ্ধবীর সঙ্গে ছাগল চড়াতে গিয়েছিল ওই কিশোরী। পরে বাদ্ধবীদের দাঁড় করিয়ে রেখে প্রকৃতির ভাকে সাড়া দিতে জঙ্গলের ভিতরে যায় সে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পরেও সে ফিরে আসেনি। এরপর ওই দুই কিশোরী বাড়ি ফিরে এসে নিখোঁজ কিশোরীর বাবা-মাকে বিষয়টি জানান। এরপর শুরু হয় তল্লাশি। শেষে জঙ্গলের মধ্যে তার নগ্ন দেহের খোঁজ মেলে।

আমেরিকায় এক দিনে ১০ লক্ষ

ওয়াশিংটন, ৪ জানুয়ারি।। কোভিডের বিস্ফোরণ ঘটল আমেরিকায়। ওমিক্রন আবহে এক দিনে ১০ লক্ষের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন সেখানে। কোভিডের দুটি ঢেউয়ের তুলনায় তিন গুণ বেশি সংক্রমণ হয়েছে বলে জানাচ্ছে সে দেশের স্বাস্থ্য দফতর। জঙ্গ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বলছে, সোমবার আমেরিকায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ লক্ষ ৪২ হাজার মানুষ। আমেরিকায় সংক্রমণে এখন চালিকাশক্তির ভূমিকায় ওমিক্রন। লাক্সিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মাত্র চার দিনের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। এক দিনে আক্রান্তের সর্বশেষ রেকর্ড ছিল প্রায় ছ’লক্ষ। ইতিমধ্যেই আমেরিকায় সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রতি ছ’জনের মধ্যে এক জন কোভিডে আক্রান্ত। মৃত্যু হয়েছে আট লক্ষ ২৬ হাজার মানুষের। দেশের কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে সোমবারই বৈঠক করেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হারিস। যেভাবে সংক্রমণ বাড়ছে তাতে কোভিড সংক্রান্ত নিবেদিকায় বেশ কিছু রদবদল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা প্রশাসন।

লাইফ স্টাইল

প্রাণ খুলে চিৎকার করুন!

শরীরের অনেক লাভ হবে

রেগে গেলে কি আপনি চিৎকার করেন? তার পরে কি খানিকটা হাস্কা লাগে? এর পিছনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। বিজ্ঞান বলছে, চিৎকার করলে তার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক চাপ কিছুটা কমে যায়। মন হাস্কা হয়। কিন্তু এটাই একমাত্র গুণ নয়। চিৎকারের অনেকে গুণ আছে। সেই কারণে একজন জন্মিয়েছেন ‘ফ্রিম থেরাপি’প্রাণ খুলে চিৎকার করলে শরীরের অনেক লাভ হয়। এখান থেকেই নতুন একটি থেরাপির জন্ম হয়েছে। এর নাম ‘Primal Scream Therapy’। কাইনে ওয়েস্টের মতো নামাজদা শিল্পীও বলেছেন, তাঁর এই ফ্রিম থেরাপির ওপর ভরসা রয়েছে। তবে নামকরণটি যতই নতুন হোক না কেন, আসলে এই থেরাপি মোটেই খুব নতুন নয়। আদি যুগে চিনেও এই পদ্ধতিতে শরীরের নানা সমস্যা সারানোর কথা বলা হত। এখনও চিনে বহু মানুষ সাতসকালে অনেকে এক জায়গায় হাজির হয়ে প্রাণ খুলে চিৎকার করেন। এতে হৃদযন্ত্র এভং লিভারের উপকার হয়। রোজ কয়েক মিনিট প্রাণ খুলে চিৎকার করলে কী কী উপকার হতে পারে? দেখে নেওয়া যাক: মানসিক চাপ কমে এর ফলে। এ বিষয়ে মানোবিদরা এক মত। সেই

কারণেই যুদ্ধের আগে বহু যোদ্ধাই চিৎকার করতেন আদি যুগ থেকে। এতে মানসিক চাপ অনেকটা কমে যায়। স্নায়ু খানিকটা ঠাণ্ডা হয়। চিৎকার করলে হার্টের উপকার হয়। এই কারণেই ছোট শিশুরা না কাঁদলে তাদের চিৎকারে ক্রিয়ের কাঁদানো হয়। এতে তাদের হৃদযন্ত্র শক্তিশালী হয়। বড়দের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য। তাঁরা যদি চিৎকার করেন, তাহলে হার্টের উপকার হয়। রক্তচাপ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। চিৎকার করার মধ্যে একটা মজাও রয়েছে। মনে আনন্দ না থাকলে জোরে চিৎকার করতে পারেন। তাতে আনন্দ ফিরে আসবে না বাড়বে। এর কারণ চিৎকারের ফলে শরীরে এমন কিছু হরমোনের ক্ষরণ বাড়ে, যেগুলো মনকে খুশি করে। ফলে মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে জোরে চিৎকারের ফলে।

টটার কিটকে ছাড়পত্র দিলো আইসিএমআর

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি।। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ স্বীকৃতি দিল টাটা মেডিক্যাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিকসের তৈরি করা ‘ওমিসিওর’ কিটকে। এর ফলে দেশীয় প্রযুক্তিতেই করােনা আক্রান্তের শরীরে ওমিক্রনের উপস্থিতি চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। ২০২১-এর ৩০ ডিসেম্বর টাটার মেডিক্যাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিকস লিমিটেডের মুম্বইয়ের প্রধান কার্যালয়ে এসে পৌঁছয় আইসিএমআর-এর অনুমোদন। দুনিয়া তেলপাড় করোনার নয়া রূপ ওমিক্রন সংক্রমণ ছড়াচ্ছে ঝড়ের গতিতে। এই অবস্থায় করোনা ধরা পড়ার পর কেউ ওমিক্রন রূপে আক্রান্ত হয়েছেন কি না, তা জানতে করতে হচ্ছে জিন পরীক্ষা (পরিভাষায় ‘জিনোম সিকোয়েন্সিং’)। এবার ওমিক্রন চিহ্নিতকরণে দেশীয় কিট বাজারে আসতে চলেছে। টাটা মেডিক্যাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিকসের তৈরি করা ‘ওমিসিওর’ কিটকে ছাড়পত্র দিল আইসিএমআর। এর ফলে এখন থেকে দেশীয় প্রযুক্তিতেই নির্ণয় করা যাবে করোনা আক্রান্তের শরীরে ওমিক্রনের উপস্থিতি। এত দিন ভারতে ওমিক্রন নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হচ্ছিল, তা তৈরি করেছে আমেরিকার ‘থার্মো ফিশার’ নামে একটি চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা। এবার ‘থার্মো

● এরপর দুইয়ের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গে ওমিক্রন বাড়ায় উদ্বেগ সীমান্ত বন্ধের চিন্তা বাংলাদেশের

মাছুম বি্লাহ, ঢাকা, ৪ জানুয়ারি ।। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ওমিক্রনের সংক্রমণ বাড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকার পেট্রোপোল-বেনাপোল সীমান্ত বন্ধের চিন্তা করছে। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে ওমিক্রনের সংক্রমণ বাড়ছে তাতে বেনাপোল বর্ডার বন্ধ করতে হয় কি না তা নিয়ে ভাবছি।’ নতুন বছরে বাংলাদেশের বিদেশনীতির কথা জানাতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ উদ্বেগের কথা জানান মোমেন। ওমিক্রনের কারণে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ সীমিত করার কোনো পরিকল্পনা আছে কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিই নাই। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের সংক্রমণ বাড়াচ্ছে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। আমরা আজকেও আলাপ করছিলাম যে, আমাদের সত্য করা বরকার। পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে ওমিক্রনের সংক্রমণ বাড়ছে তাতে বেনাপোল বর্ডার বন্ধ করতে হয় কি-না তা নিয়ে ভাবছি। তবে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আশা করি পরিস্থিতি বিবেচনায় ঈশ্বর মন্ত্রক ভালো পরামর্শ দিতে পারবে। বাংলাদেশের শীর্ষ কর্তাদের মার্কিন নিযেধাঞ্জার বিষয়ে মার্কিন বিদেশমন্ত্রী এছনি জে ব্লিনকেনকে লেখা চিঠির

ভারতীয় বাজারে কোভিড অ্যান্টিভাইরাল ট্যাবলেট

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি।। মৃদু ও মাঝারি উপসর্গযুক্ত করোনা পজিটিভ রোগীদের জরুরিকালীন চিকিৎসার জন্য ছাড়পত্র পেয়েছিল মলনুপিরাবির নামের কোভিড অ্যান্টিভাইরাল ট্যাবলেট। সেই ট্যাবলেটই সোমবার চলে এল ভারতীয় বাজারে। কোভিড-১৯-এর চিকিৎসায় অত্যন্ত সস্তার এই ট্যাবলেটকে বিজ্ঞানের বিরাট সাফল্য বলেই ব্যাখ্যা করছেন বিশেষজ্ঞরা। জানা গিয়েছে, মলনুপিরাবিরের পাঁচদিনের কোর্সের মোট খরচ ১,৩৯৯ টাকা। একাধিক ওষুধ প্রস্তুত ক াব ক কোম্পানি ওরাল থেরাপি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৫০০ থেকে ২৫০০ হাজারের মধ্যে ট্যাবলেটের দাম ধার্য করাই ছিল লক্ষ্য। এবার দেখা গেল ম্যানকাইন্ড ফার্মা বাজারে যে ট্যাবলেট আনলো, তার মূল্য আরও কম। ফলে নতুন দিশা পেল করোনা চিকিৎসা। এর ফলে চিকিৎসার গতি আরও বাড়বে বলেই আশা চিকিৎসক মহলের। বিডিআর ফার্মাসিউটিক্যালের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতীয় বাজারে মলনুপিরাবির আনলো ম্যানকাইন্ড ফার্মা। সোমবার রাজধানী দিল্লি-সহ কয়েকটি শহরে এসেছে এই ট্যাবলেট বলে খবর। অন্যদিকে সান

ফার্মা এই ট্যাবলেটই ‘মল্লভির’ নামে পৌঁছে দেবে আরও বিভিন্ন শহরে, যেখানে প্রতিদিনই একটু একটু করে বাড়ছে সংক্রমণ। এবার জেনে নেওয়া যাক, মলনুপিরাবিরের ডোজের খুঁটিনাটি। প্রতিদিন ৮০০ মিলিগ্রাম করে দু’বার খেতে হবে ট্যাবলেটটি। ২০০ মিলিগ্রামের মোট ৪০টি ওষু্ধ নিতে হবে রোগীকে। টানা পাঁচদিন চলবে কোর্স। ফলে জরুরিকালীন ভিত্তিতে ব্যবহার যোগ্য এই ট্যাবলেট রোগীদের চিকিৎসার খরচ অনেকটাই বাঁচাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে মৃদু ও মাঝারি উপসর্গযুক্ত রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রেই এই ট্যাবলেট ব্যবহৃত হবে। উল্লেখ্য, প্রতিদিনই দেশজুড়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। উর্ধ্বমুখী অ্যাকটিভ কেসও। তার মধ্যে দাপট দেখাচ্ছে ওমিক্রন। হাসপাতালে নতুন করে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে নয়া এই ট্যাবলেট বাজারে আসায় করোনা চিকিৎসার ক্ষেত্রে সামান্য স্বস্তি পেল মধ্যবিত্ত



● এরপর দুইয়ের পাতায়

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

হাতি মারলো আরও এক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। বন্য হাতির আক্রমণে মারা গেলেন একজন ক্ষুদ্র সবজি ব্যবসায়ী। তেলিয়ামুড়ার কালিঞ্জয় সিপাইপাড়ায় রাত আটটা নাগাদ ঘিলাতলী পঞ্চায়েতের বাগবেড় এলাকার সুকুমার দেবনাথ হাতির কবলে পড়েন। সেখানেই মারা যান তিনি। বয়স পঞ্চাশের সুকুমার উত্তর মহারানি বাজার থেকে ব্যবসা শেষে বাইসাইকেলে ফিরছিলেন। প্রায় একই জায়গায় গতবছর আরেকজন মারা পড়েছিলেন হাতির আক্রমণে। কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে খবর পেয়ে, গেছে বন দফতরের কর্মীরাও। গভীর রাত পর্যন্ত দেহ নিয়ে পুলিশ ফিরে আসেনি। তেলিয়ামুড়ার এক বিশাল এলাকা জুড়ে বন্য হাতির সমস্যা রয়েছে। প্রায় প্রতিবছরই মানুষ মারা পড়েন।



বিশিষ্ট মৃত্যু হয়েছে।

খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া, মুন্সিয়াকামী, কল্যাণপুর রক এলাকার নানা জায়গায় বন্য হাতির

আনাগোনা। এখন সারা বছরই সমস্যা থাকে। মহারানি, উত্তর মহারানি, চাকমাখাট, ইত্যাদি হাতির পায়ের নীচে মারা যাওয়ার ঘটনাও আছে। বসতি বেড়েছে, বেড়েছে মানুষের আনাগোনা, অন্যদিকে বড় মুড়ার পাদদেশ থেকে আঠারমুড়া পর্যন্ত হাতিদের চলাফেরার জায়গা ছোট হয়ে পড়ছে। রাস্তা বড় হচ্ছে, নানা জনপদ গড়ে উঠেছে, হাতির একই জায়গায় আটকা পড়ে যাচ্ছে প্রায়। একবছর কুনকি হাতির সাহায্য নিয়ে হাতিদের দূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেটা নিয়মিত হয়নি। অন্যদিকে হাতি তাড়ানোর জন্য নির্দিষ্টভাবে বনকর্মীর অভাব আছে। একটি ক্যাম্প থেকে এত বড় এলাকা সামাল দেওয়াও সম্ভব হয় না। বনকর্মীদের কাছে উপযুক্ত জিনিসপত্রেরও অভাব আছে। মানুষ এইসব দ্বন্দ্ব উগড়ে দিয়ে বলছেন, একটা স্থায়ী সমাধান অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

হাতির পায়ের নীচে মারা যাওয়ার ঘটনাও আছে। বসতি বেড়েছে, বেড়েছে মানুষের আনাগোনা, অন্যদিকে বড় মুড়ার পাদদেশ থেকে আঠারমুড়া পর্যন্ত হাতিদের চলাফেরার জায়গা ছোট হয়ে পড়ছে। রাস্তা বড় হচ্ছে, নানা জনপদ গড়ে উঠেছে, হাতির একই জায়গায় আটকা পড়ে যাচ্ছে প্রায়। একবছর কুনকি হাতির সাহায্য নিয়ে হাতিদের দূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেটা নিয়মিত হয়নি। অন্যদিকে হাতি তাড়ানোর জন্য নির্দিষ্টভাবে বনকর্মীর অভাব আছে। একটি ক্যাম্প থেকে এত বড় এলাকা সামাল দেওয়াও সম্ভব হয় না। বনকর্মীদের কাছে উপযুক্ত জিনিসপত্রেরও অভাব আছে। মানুষ এইসব দ্বন্দ্ব উগড়ে দিয়ে বলছেন, একটা স্থায়ী সমাধান অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

কর্মচারীর মৃত্যু ঘিরে বিভ্রান্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ জানুয়ারি।। মৎস্য দফতরের কর্মচারী প্রবীর দেবের মৃত্যু ঘিরে এলাকায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। উদয়পুর লোকনাথ আশ্রম এলাকার বাসিন্দা প্রবীর দে নিজ বাড়িতেই মারা যান। কিন্তু কে বা কারা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের ফোন করে অভিযোগ করেন সেই ব্যক্তি বিষয় পান করেছেন। তাই তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। কিন্তু সেই ব্যক্তির বাড়িতে এসে তারা জানতে পারেন অনেক সময় আগেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। বিষয়পানের বিষয়টিও পরিবারের লোকজন অস্বীকার করেছেন। সেই কারণেই ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সেখান থেকে খালি হাতেই চলে আসেন। কারণ, ওই ব্যক্তির মৃত্যু নিয়ে যদি কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করবে। এদিনের ঘটনার মধ্য দিয়ে আবারও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের হয়রান হতে হয়েছে। এর আগেও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের বিভিন্ন সময় ভুল খবর দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। প্রবীর দেবের মৃত্যু নিয়ে কে ফায়ার সার্ভিসকে ফোন করেছিল তা বের করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

মদ খেতে নিষেধ আত্মঘাতী স্বামী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। শ্বশুরবাড়িতে অ্যাসিড পান করে মারা গেলেন স্বামী। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা খোয়াইয়ের চাম্পাহাওড় এলাকায়। মৃত স্বামীর নাম সুরজিং কলয় (৩৫)। জিবিপি হাসপাতালে আনার পর তার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তার পরিজনদের হাতে ভুলে দেওয়া হয়। জানা গেছে, সুরজিংয়ের বাড়ি জিরানিয়া থানা এলাকায়। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর চাম্পাহাওড় দ্বিতীয় বিয়ে করে। বিয়ের পরই শ্বশুরবাড়িতে থাকতে শুরু করে সুরজিং। সোমবার সুরজিংকে তার স্ত্রী মদ খেতে বারণ করে। এই কারণেই অভিমানে সেন্টার, টিপিএসসি'র অফিস এবং উচ্চ আদালতের সামনে থেকে। এরপর দুইয়ের পাতায়

পর পর আক্রান্ত দুই সাংবাদিক, গাড়ি ভাঙচুর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর/তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি।। আবারও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রকাশ্যে দুই সাংবাদিককে মারধরের ঘটনা। প্রথম ঘটনা কৈলাসহরে এবং পরে তেলিয়ামুড়াতেও একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দুটি ঘটনার পর পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলোও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতারের খবর নেই। তেলিয়ামুড়ার ঘটনায় সাংবাদিকের গাড়ি পর্যন্ত ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আর কৈলাসহরের ঘটনা সংহতি মেলা চত্বরে। কৈলাসহরের পদ্মেরপাড় এলাকায় গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে দশ দিনব্যাপী সংহতি মেলা শুরু হয়েছে। গত ৩ জানুয়ারি ছিলো মেলার সপ্তম দিন। কৈলাসহরের স্থানীয় সাংবাদিক তথা কৈলাসহর প্রেস ক্লাবের সদস্য সাংবাদিক দেবাশিস দত্ত গত ৩ জানুয়ারি রাত প্রায় দশটা নাগাদ মেলায় খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ ওই সময় মামন মিয়র স্টলের সামনে কৈলাসহরের দুর্গাপুর এলাকার মনোরঞ্জন পালের ছেলে সুরজিং পাল বাইক চালিয়ে এসে সাংবাদিককে মারতে শুরু করে। সুরজিং পাল টিআর০৫৭৩১০ নম্বরের বাইকে স্বাধ্য দফতরের এক কর্মীকে নিয়ে মামন মিয়র স্টলের সামনে



সুরজিং। এই ঘটনার পর মঙ্গলবার



সুরজিং। এই ঘটনার পর মঙ্গলবার

দুপুরে সাংবাদিক দেবাশিস দত্ত কৈলাসহর থানায় সুরজিং পালের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন। উল্লেখ্য, সুরজিং পাল বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। দলের সব মিটিং, মিছিলে সবার আগেই থাকে। কৈলাসহর পুর

পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়ের ঘনিষ্ঠ বলে সে সবার কাছে পরিচয় দেয়। এমনকি গত কিছু দিন পূর্বে কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়'কে পুর পরিষদের চেয়ারপার্সনের রংমেই তাকে সর্ব্বর্ধনা জনায় অভিযুক্ত। গত দুই বছর আগে কৈলাসহরের দুর্গাপুর এলাকায় স্থানীয় লোকজনের হাতে একবার গণধোলাই খেয়েছিল সে। পরবর্তী সময় তাকে পুলিশের হাতেও তুলে দেওয়া হয়েছিল। পরে কৈলাসহরের পিডব্লিউ রোডেও গণধোলাই খেয়েছিল।

সাংবাদিক দেবাশিস দত্তের উপর আক্রমণের ঘটনায় কৈলাসহর প্রেস ক্লাব উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং সমাজদ্রোহী সুরজিং পালকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে। বুধবার এই বিষয়ে উল্লেখ্য টেলিগ্রাফ পুলিশ সুপারের সাথে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

দিনভর পুলিশের নজরবন্দিতে আশিস দাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। দিনভর পুলিশের নজরে থাকতে হলো সুরমার বিজেপি বিধায়ক আশিস দাসকে। আগরতলায় সরকারি আবাসেই আশিসকে পুলিশ দিনভর ঘরে আটকে রাখে। সকাল থেকে ঘর থেকে বের হতে পারেননি আশিস। ঘরে এবং বাইরে পুলিশ এবং টিএসআর সকাল থেকেই মোতায়েন ছিলেন। পরিষ্কারভাবেই বিধায়ক আশিস দাসকে বলে দেওয়া হয় এদিন তিনি বাড়ি থেকে বের হতে পারবেন না। যথারীতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্য ছাড়ার আগ পর্যন্ত নিজের সরকারি আবাসেই নজরবন্দিতে ছিলেন আশিস দাস। এরপর তিনি সাংবাদিকদের জানান, রাজ্যের মানুষকে বিপদের পথে ঠেলে দিতে কিছু জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এগুলিতেই সিলমোহর দিতে রাজ্যে এসেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অধিকার সুরক্ষা লড়াই মঞ্চ থেকে আমরা শিক্ষার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছিলাম। সার্কিট হাউসের সামনে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ধর্না করে আসছি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিপ্লব দেবের নির্দেশে পুলিশ তাকে ধনায় যেতে দেয়নি। আশিসের দাবি, তার আন্দোলনকে ভয় পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আগেই বলেছেন, রক্তের শেষবিন্দু দিয়ে আন্দোলন করবেন। শিক্ষার বেসরকারিকরণের নামে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে দেশের প্রধানমন্ত্রী সিলমোহর দিলেন। রাজ্যের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন আপনারা জাণ্ডন, নিজেদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

কাউন্সিলিংয়ের নামে বঞ্চিতদের থানায় আটকে রাখলো পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ জানুয়ারি।। টিএসআর-এ অফার বঞ্চিতদের কাউন্সিলিংয়ের নামে দিনভর থানায় আটকে রাখলো পুলিশ। বঞ্চিত এক যুবককে না পেয়ে সোমবার রাতেই তার বাবাকে আটক করে নিয়েছিল পুলিশ। দিনভর থানায় আটকে রাখা হয় বঞ্চিতদের। পুলিশের এসডিপিও, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, থানারওসি-সহ নানাস্তরের পুলিশ কর্মীরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যায়। আন্দোলন দমাতে পুলিশের এই কঠোরতা বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ আটক করে নিয়ে গিয়েছিল বিলোনিয়ার বিজেপির প্রমুখ খোকন দত্তকেও। খোকনের ছেলে সাগর চন্দ্র দত্ত এবছর টিএসআর-এ'র নিয়োগ র্যালিতে ছিলেন। কিন্তু তার ঘরে অফার যায়নি। এরপরই ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে মামলা করতে গিয়েছিলেন সাগর। সোমবার সকালে ত্রিপুরা হাইকোর্ট চত্বর থেকে অন্যদের সঙ্গে পুলিশ

সাগরকেও গ্রেফতার করেছিল। সন্ধ্যায় বিলোনিয়া সাগরের খোঁজে পুলিশ গিয়ে তার বাড়িতে হাজির। তখনও সাগর ঘরে ফিরেননি। এই কারণে তার বিজেপির পৃষ্ঠপুত্র বাবা খোকন দত্তকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। রাত পর্যন্ত চলে জিজ্ঞাসাবাদ। রাতের থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় খোকনকে।

নিয়েছিল তার ছেলে। কিন্তু বিরোধী দল করায় সাগরের নামে অফার যায়নি। এখন শাসকদলের কর্মী হয়েও অফার থেকে বঞ্চিত হলেন। উল্টো পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এদিন কাউন্সিলিংয়ের নামে সাগর ছাড়াও অজয় দত্ত, দীপক আচার্য নামে দু'জনকে বিলোনিয়া থানায় থণ্ডার পর থণ্ডা আটকে রাখা



তাকে বলা হয় সকাল ৮টার মধ্যে যাতে সাগর থানায় যায়। সাগরের মা'র অভিযোগ, বাম আমলে পুলিশের নিয়োগ র্যালিতে অংশ

হয়। পুলিশের অফিসাররা থানায় রেখে তাদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যায়। তাদের সরকারি বিরোধী বড়বুড় এবং সামাজিক

নেতার শাস্তির দাবিতে থানা ঘেরাও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি।। ১৩ বছরের নাবালিকা ধর্ষণের অভিযুক্ত প্রাণেশ রুদ্রপালকে তিনিদিনি নিজ বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন এক বিজেপি নেতা। সুভাষ রুদ্রপাল নামে ওই নেতা সম্পর্কে অভিযুক্তের কাকা। পুলিশ যখন অভিযুক্তকে গ্রেফতারের জন্য হনো হয়ে ঘুরছিল, তখন অভিযুক্ত তার কাকার বাড়িতে আরাম আয়েশে ছিল। অপরাধমূলক ঘটনার অভিযুক্তের সাহায্যকারীকেও আইনের চোখে অভিযুক্ত বলে দেখা হয়। তাই গোটা এলাকার মানুষ মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া থানায়



এসে দাবি জানায় প্রাণেশকে সাহায্যকারী তার কাকা সুভাষ

রুদ্রপালকেও গ্রেফতার করতে হবে। তাদের অভিযোগ, সেই নেতা

প্রাণেশের সাথে প্রসেনজিৎ মালাকার নামে আরও এক যুবক ঘটনার সাথে জড়িত বলে তাদের অভিযোগ। প্রসেনজিৎ মালাকার এখন পলাতক বলে তারা জানিয়েছেন। গত শনিবার তেলিয়ামুড়ায় স্কুল থেকে ফেরার পথে নির্যাতনের শিকার হয়েছিল ১৩ বছরের এক ছাত্রী। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই জনমনে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। দাবি উঠে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি হোক। এদিন তেলিয়ামুড়া থানা ঘেরাও করে এলাকার মহিলারা সেই একই দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে ফাঁসির ● এরপর দুইয়ের পাতায়

ভুল চিকিৎসায় আইএলএস-এ রোগীর মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। ভুল চিকিৎসার কারণে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠলো আইএলএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ৭২ বছরের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীকে একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ। কোনও ধরনের চিকিৎসা না করিয়েই মৃত রোগীর জন্য দেড় লক্ষ টাকার বিলও ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় মঙ্গলবার উদ্বেজনা দেখা দেয় রাজ্যের প্রধান বেসরকারি হাসপাতালটিতে। মৃত রোগীর নাম

অজিত লাল সাহা। তার বাড়ি শহরের লালবাহাদুর চৌমুহানি এলাকায়। গত ৩১ ডিসেম্বর অজিতকে আইএলএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তার ডান হাতে সংক্রমণ হয়। এই হাতেই চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছিল। অজিতের ছেলে অতনু সাহার বক্তব্য, তার বাবার ডায়ালিসিসও করতে হয়। ডান হাতেই সংক্রমণের কারণে ফুলে যাওয়ায় ৩১ ডিসেম্বর আইএলএস হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছিল এক দুদিনের মধ্যেই রোগীর অপারেশন

হবে। আগের মতোই সুস্থ হয়ে যাবে অপারেশনের পর। কিন্তু হাসপাতালে ওই সময় সার্জিকেলের চিকিৎসক ডা. অমিত কুমার সিং রাজ্যের বাইরে ছিলেন। তার এক জুনিয়র বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি প্রথমে বলেছিলেন, অপারেশন লাগবে না। মেডিসিনে সুস্থ হয়ে যাবেন তার বাবা। এইভাবে তিনিদিনি কেটে যায়। ডা. অমিত কুমার সিং সোমবার রাজ্যে আসেন। আইএলএস কর্তৃপক্ষ দাবি করেন সোমবার সন্ধ্যায় অজিত লাল সাহার অপারেশন হবে। কিন্তু

অপারেশনের আগে চিকিৎসকদের সাথে কথা বলতে চান অতনু। যথারীতি অপারেশনের আগে ডা. অমিত কুমার সিংয়ের সাথে কথা বলেন অতনু সাহা। অতনু'র দাবি চিকিৎসক রোগী না দেখে কিছুই জানতে চাননি প্রথমে। পরবর্তী সময়ে তিনি রোগী দেখার পর বলেন, অপারেশন করা ঝুঁকিপূর্ণ হবে। দুদিন বাঁচবেন কিনা এই রোগী সন্দেহ রয়েছে। যদি দুদিন কেটে যায় তাহলে আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবো। মঙ্গলবার বিকাল ৩টা ৫৫ মিনিট নাগাদ আইএলএস হাসপাতালে মারা যান অজিত লাল

সাহা। এদিন সকালেও হাসপাতালে ৩৫ হাজার টাকা জমা করেন অতনু। সব মিলিয়ে অপারেশনের আগেই এদিন পর্যন্ত দেড় লক্ষ টাকার বিলও ধরিয়ে দেওয়া হয়। অতনুর দাবি যদি আইএলএস হাসপাতালে অপারেশন না-ই করা যেতো তাহলে পাঁচদিন কেন অপেক্ষা করানো হলো? আগেই যদি বলা হতো তাদের সার্জেন্ট নেই তাহলে এমআরআই করিয়ে অন্য ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু হাসপাতালে রেখে তার বাবাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এমনকী মঙ্গলবার দুপুরেও আইএলএস

হাসপাতালের এক চিকিৎসক ডা. অনুপম মজুমদারের সঙ্গে কথা বলানো হয়েছিল। তিনিও বলেছিলেন এমএস বড় সমস্যা নেই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছিল চিন্তার কারণ নেই। ছোট অপারেশন হলে অজিত লাল সাহা সুস্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু কোনও ধরনের চিকিৎসা ছাড়াই মঙ্গলবার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে অজিত লালকে। এই অভিযোগ তুলেছেন মৃতের ছেলে অতনু সাহা। তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পরবর্তী সময়ে মামলা করার কথাও জানিয়েছে।

সোনার বাজার দর
১০ গ্রামঃ ৪৭,৮০০
ভরিঃ ৫৫,৭৬৬

Flat Booking
Ramnagar Road
No. 4. Opposite
Sporting Club. 2
BHK, 3 BHK Flat
booking চলছে।
Mob - 8416082015

Tuition
Sub Psychology,
Class XI & XII
(TBSE/ CBSE),
Single or Small
Group. More details
please contact -
Mob - 7085589942

হোম টিচার
বাংলা মাধ্যমের
নবম/দশম-সহ ২০২২
সালের মাধ্যমিক
পরীক্ষার্থীদের সব বিষয়
বাড়িতে গিয়ে পড়ানো হয়।
নোট তৈরি করে দেওয়া হয়।
ঃ মোবাইল :-
9862464960

অভিজ্ঞ লোক চাই
একটি নবনির্মিত খামার
দেখাশোনার জন্য পুরুষ
কর্মী চাই। যেতন
আলোচনা সাপেক্ষে। সঙ্গে
পরিবার থাকলেও কোনো
অসুবিধা নেই। থাকা ও
খাওয়ার সুবিধা থাকবে।
স্থানঃ জেলাইবাড়ি,
দক্ষিণ ত্রিপুরা,
Mob - 9612904391

VISION CONSULTANCY

Admission Point

We Provide Admission Guidance for
MBBS / BDS / BAMS
TOP PRIVATE
MEDICAL COLLEGES IN INDIA
(Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Pudukcherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)
LOW PACKAGE 45 LAKH

NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY
Call Us : 9560462263 / 9436470381
Address : OfficeLane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)